বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মুজিববর্ষের দর্শন
টেকসই শিল্পায়ন

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২০২১)

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশক :
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯১ মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা-১০০, বাংলাদেশ

প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২১

মুদ্রণ :
টার্টল
৬৭/ডি, গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫
০১৯২৫-৮৬৫৩৬৪

১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কোয়ালিশন সরকারের শিল্পমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘলালিত স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো। তিনি তৃণমূল পর্যায়ে শ্রমঘন শিল্পায়নের ধারা বেগবান করে টেকসই ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে জাতির পিতা ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলাদেশে শিল্পায়নের রূপকার বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করেই তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৩১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প গ্রহণ করেছেন। এজন্য দীর্ঘ মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এবং মধ্য মেয়াদি ৭ম বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজির) লক্ষ্যমাত্রাকে সমন্বিত করা হয়েছে। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া, সর্বোপরি 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' বাস্তবায়নকল্পে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের তথ্যভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক দর্শনের আলোকে ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি, বিশ্ব বরেণ্য নেতা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সদয় নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে শিল্পখাতে ব্যাপক গুণগত পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে এবং মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, রপ্তানি আয় ইত্যাদিতে শিল্পখাতের অবদান বেড়ে চলেছে। কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক দূরাবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হচ্ছে। আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জিডিপি এবং বৈশ্বিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি। অন্যদিকে জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়ে ২২২৭ ডলারে উন্নীত হয়েছে। এসব ইতিবাচক অর্জনের পেছনে রয়েছে শিল্পখাতের অনবদ্য অবদান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০৩১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় সবসময় বেসরকারিখাতের বিকাশে অভিভাবক হিসেবে কাজ করছে। বিশেষ করে, বেসরকারিখাতের যে কোনো সমস্যা সমাধানে শিল্প মন্ত্রণালয় ফ্যাসিলিটেটরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বিগত প্রায় তিন বছরে শিল্পখাতের উন্নয়নে শিল্প মন্ত্রণালয় বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সারা বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করা বিশেষ করে এসএমইখাতকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য সরকার অনেকগুলি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে এসএমইখাতের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণে নতুন প্যাকেজে আরও ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উদীয়মান চামড়া শিল্পের প্রসারে সাভারে স্থাপিত পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরীর সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগারের (সিইটিপি) ৪টি মডিউল চালু এবং রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে সকল ট্যানারি কারখানা সাভারে পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ প্রকল্পে সাভারে ২০০ একর জমিতে উন্নত প্লট তৈরির মাধ্যমে একটি পরিববেশবান্ধব স্থানে ট্যানারি শিল্পসমূহ স্থানান্তরের লক্ষ্যে ১৫৫টি শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দেশব্যাপী সুষ্ঠু সার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ইউরিয়া সারের যোগান নিশ্চিত করতে বার্ষিক ১০ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এশিয়ার বৃহৎ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির শক্তিসাশ্রয়ী 'ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প' স্থাপন, ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ, ৩৩ জেলায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ শুরুসহ এবং রাজধানীর পুরাতন ঢাকার আবাসিক এলাকা থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ও দাহ্য কেমিক্যাল স্থানান্তরের লক্ষ্যে দুটি অস্থায়ী গুদামের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি 'বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ চলমান রয়েছে। এছাড়া, আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। Industrial Biotechnology Policy Guidelines 2020, বাংলাদেশ জাহাজ নির্মাণ নীতিমালা ২০২১, অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন জাতীয় শিল্পনীতিমালা ২০২১ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিসিক প্লাস্টিক এস্টেট, বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশলী এবং মুদ্রণ শিল্পের জন্য পৃথক শিল্পনগরি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

ওষুধ শিল্পের প্রসারে মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় সকল অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও সিইটিপিসহ অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্পপার্ক স্থাপনের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মালিকানা সুরক্ষায় ইলিশ, জামদানি ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ক্ষীরশাপাতি আম, ঢাকাই মসলিন, নেত্রকোনার বিজয়পুরের সাদা মাটি, দিনাজপুরের কাটারিভোগ, বাংলাদেশি কালিজিরা, রাজশাহীর সিল্ক, রংপুরের শতরঞ্জিসহ সর্বমোট নয়টি পণ্য জিআই হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। বিএসটিআইয়ের ভোক্তা সাধারণের চাহিদা বিবেচনা করে নতুন ৪৩টি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যকে বাধ্যতামূলক মান সনদের আওতাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত, ১০ জেলায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন এবং ২৬ জেলায় জেলা কার্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে দশ বছরমেয়াদি 'ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়ন, এবং ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-কে অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়াস হিসেবে Poverty Reduction through Inclusive and Sustainable Markets (PRISM) প্রকল্পের আওতায় ১ লাখ ৩০ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪০ ভাগ আত্মকর্মসংস্থান এবং ৬০ ভাগের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, যশোর, বগুড়া ও নরসিংদী জেলায় ডেডিকেটেড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় গৃহীত এসব ইতিবাচক উদ্যোগের ফলে দেশের শিল্পখাত উজ্জীবিত হয়েছে। শিল্পখাতে উন্নয়নের চলমান অভিযাত্রা অব্যাহত রেখে নির্ধারিত সময়ের আগেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্পের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি শিল্প মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ এর বহুল প্রচার কামনা করছি।

২৮ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১২ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

(নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি)

কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত।

জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত 'রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি) এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করতে শিল্প মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপিতে উৎপাদন-শিল্পখাতের (ম্যানুফ্যাকচারিং) অবদান ৩৫% এবং উৎপাদন-শিল্পখাতে (ম্যানুফ্যাকচারিং) মোট কর্মসংস্থানের হার ২৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্বশর্ত হলো শিল্পায়ন। তাই এদেশের শিল্পায়নে টেকসই উন্নয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় আইন প্রণয়ন, সংস্কার ও বিধিমালা প্রণয়ন করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১টি আইন (আয়োডিনযুক্ত লবন আইন, ২০২১) এবং ০২টি নীতিমালা (জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১ এবং অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১) প্রণয়ন করেছে। এর ফলে দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

দেশব্যাপী সুষ্ঠু সার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ইউরিয়া সারের যোগান নিশ্চিত করতে বার্ষিক ১০ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এশিয়ার বৃহৎ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির শক্তিসাশ্রয়ী ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প' স্থাপন, ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ, ৩৩ জেলায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ শুরুসহ এবং রাজধানীর পুরাতন ঢাকার আবাসিক এলাকা থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ও দাহ্য কেমিক্যাল স্থানান্তরের লক্ষ্যে দুটি অস্থায়ী গুদামের নির্মাণে কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি 'বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

বিএসটিআইয়ের ভোক্তা সাধারণের চাহিদা বিবেচনা করে নতুন ৪৩টি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যকে বাধ্যতামূলক মান সনদের আওতাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত, ১০ জেলায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন এবং ২৬ জেলায় জেলা কার্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে দশ বছর মেয়াদি 'ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়ন এবং 'ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-কে অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

শিল্পখাতের উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদানকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে শিল্পখাতে সফল উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিতকরণে পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' এবং 'রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার' নামে দুটি পুরস্কার প্রবর্তন করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর 'সোনার বাংলা' গড়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করে পরিবেশ বান্ধব শিল্পখাতের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে দেশকে শিল্প সমৃদ্ধ উন্নয়নের গন্তব্যে নিয়ে যেতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ ঘোষণা করেছেন। সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনেও আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমি আশা করি, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ এ শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মকান্ডের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হবে। এই প্রতিবেদন থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিগত অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে অংশীজন একটি সম্যক ধারণা পাবেন। এতে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আরও জোরদার হবে বলে আমি মনে করি। আমি এই প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

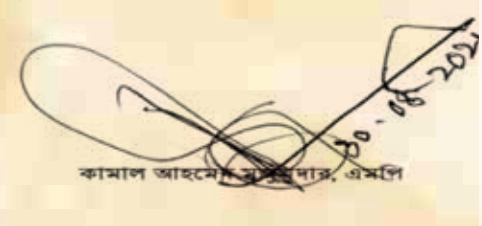

সচিব

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অপরিহার্য। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিল্প দর্শণ বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী এবং প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্প খাতের অবদান দিন দিন বাড়ছে এবং ক্রমান্বয়ে শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত হচ্ছে।

শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা, ক্যাপিটাল পণ্য শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে একটি দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্পখাতে দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো, বেসরকারি শিল্প খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্প পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানাসমূহকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর, ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার এবং দেশের সব অঞ্চলে সুষমভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে শিল্প মন্ত্রণালয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের শিল্প উন্নয়নজনিত কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ২০৩১ সাল নাগাদ দেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণে সহায়তা করতে আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন উৎসাহিতকরণ ও রপ্তানি সম্প্রসারণে 'জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১' ও 'অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১' প্রণয়ন করত: গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। রূপকল্প ২০২১-২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও সরকারের নির্বাচনী ইশ্‌তেহার ২০১৮ এ বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। এসএমই খাতের উন্নয়ন, পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা, অবকাঠামো সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, জাতীয় মেধা সম্পদের সুরক্ষা, শিল্প সম্পর্কিত নব উদ্ভাবন, অ্যাক্রেডিটেশনসহ শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুঘটকসমূহের অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের চিত্র সংকলিত হয়েছে। বিশেষ করে শিল্পখাতে বেসরকারি শিল্প মালিক ও উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিতকরণে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার', 'বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) পুরস্কার' নিয়মিতভাবে প্রদানের পাশাপাশি প্রথমবারের মত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার' প্রদান করা হচ্ছে।

শিল্পখাতের টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে অচিরেই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ উপহার দেয়া সম্ভব হবে মর্মে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

জাকিয়া সুলতানা

মোহাঃ মোমিনুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
আহ্বায়ক, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা কমিটি

আহ্বায়কের কথা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি স্বাগত জানাই। আমরা জানি বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে সামিল করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সমুন্নত রেখে "উন্নয়ন ও অগ্রগতিই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে অন্যতম প্রধান মাইলফলক" এ শ্লোগানের উপর ভিত্তি করে ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট" (এসডিজি) অর্জনে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ও শিল্পখাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে আমরা একটি 'প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প বিপ্লব' এর দ্বারপ্রান্তে উপনীত। আর তা হলো "চতুর্থ শিল্প বিপ্লব"। যে বিপ্লব পাল্টে দেবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিরচেনা রূপ। এতটাই পরিবর্তন আসবে যা মানুষ আগে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সরকারী, বেসরকারী, একাডেমিসহ সকল খাত এবং নাগরিকদের সম্মিলিতভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আর তাই, আমাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর সকল সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে এবং বিদ্যমান জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরক্রমে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় দেশের বেসরকারি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতের মালিক ও উদ্যোক্তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি ২০২০-২১ অর্থবছরের শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সার্বিক কর্মকান্ডের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। এর মাধ্যমে শিল্পখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নের ধারা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও সার্বিক ধারণা পাবেন বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(মোহাঃ মোমিনুর রহমান)

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ১

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দ্বিতীয় অধ্যায় ৫

২০২০-২০২১ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

তৃতীয় অধ্যায় ৯

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি

চতুর্থ অধ্যায় ১৩

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

পঞ্চম অধ্যায় ১৫

মানব সম্পদ

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন

সপ্তম অধ্যায় ২৯

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

অষ্টম অধ্যায় ৩১

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

নবম অধ্যায় ৩৩

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

দশম অধ্যায় ৩৫

বাজেট ও অডিট

একাদশ অধ্যায় ৩৭

মামলা

দ্বাদশ অধ্যায় ৩৯

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি

সূচিপত্র

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) ৪৩

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) ৫০

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) ৫৬

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ৬২

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই) ৬৬

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) ৭০

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ৭৪

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) ৭৭

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ৮০

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ৯০

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) ৯৩

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) ৯৬

ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এস এম সি আই এফ) ১০১

উপসংহার ১০২

সম্পাদনা পরিষদ

মোহাঃ মোমিনুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
আহ্বায়ক

মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
যুগ্মসচিব
সদস্য

ড. মো: আল আমিন সরকার
যুগ্মসচিব
সদস্য

মো: জসীম উদ্দীন বাদল
উপসচিব
সদস্য

মো: মোখলেছুর রহমান আকন্দ
উপসচিব
সদস্য

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান
উপসচিব
সদস্য

ড. মো: সাইফুল ইসলাম
উপসচিব
সদস্য

মো: মোস্তফা জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব
সদস্য

ফেরদৌসী বেগম
উপসচিব
সদস্য সচিব

প্রথম অধ্যায়

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শিল্প মন্ত্রণালয় একটি ঐতিহ্যবাহী মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। স্বাধীনতার অনেক আগেই বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশে শিল্পায়নের স্বপ্ন বুনেছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও গ্রাম সহায়তা দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। টেকসই ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাংলাদেশকে দ্রুত এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পৃথক হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনালি পথ ধরে দেশে শিল্পায়নের ধারা জোরদারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪টি করপোরেশন, ৬টি সংস্থা, ১টি বোর্ড এবং ২টি ফাউন্ডেশনসহ মোট ১৩টি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে।

ভিশন

উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

মিশন

রপ্তানিযোগ্য ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সার উৎপাদন ও সরবরাহ, দক্ষ জনবল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- যুগোপযোগী শিল্পনীতি আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন নিশ্চিতকরণ;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ/সংস্থার সাথে চুক্তি/ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সুরক্ষা;
- শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং শিল্প ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রম দক্ষতার উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- পণ্যের পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস নিবন্ধন কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ এবং মেধাসম্পদ সুরক্ষা;
- ক্ষুদ্র, কুটির, মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সার, চিনি ও লবণ উৎপাদন;
- পণ্য ও সেবার আন্তর্জাতিক মানের সাথে সংগতিপূর্ণ দেশীয়মান নির্ধারণ ও সামঞ্জস্যকরণ;
- রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানাকে দুর্নীতিমুক্ত ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরকরণের উপায় উদ্ভাবন;
- জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় নীতিগত সহায়তা প্রদান;
- আয়োডিনযুক্ত লবণ ও ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেলের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা লাভজনক করার জন্য গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ।

মন্ত্রণালয়ের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানার পুরাতন অবকাঠামো ও প্রযুক্তি পরিবর্তনপূর্বক আধুনিকায়ন,
- প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ স্বল্পতার মধ্যে ইউরিয়া সার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, সরকারি মালিকানাধীন চিনিকলগুলোর পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতায় সচল রাখা,
- অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ক্রমান্বয়ে লাভজনককরণ,
- যথাসময়ে সরকারি ভর্তুকি প্রাপ্তি,
- চাহিদানুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি,
- শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও মানসম্মত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ,
- শতভাগ মানুষকে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ ও ভিটামিন 'এ' যুক্ত ভোজ্য তেল সরবরাহকরণ, নির্ধারিত সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিদ্যমান আইন ও বিধি যুগোপযোগিকরণ ইত্যাদি ।

চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের উপায়

- শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন;
- বিদ্যমান আইনসমূহ যুগোপযোগিকরণ ও ৩০/৬/২০২২ তারিখের মধ্যে জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপন;
- সারের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে উৎপাদিত সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য ৩১/১২/২০২১ তারিখের মধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৪৭টি বাফার গুদাম নির্মাণ;
- লোকসানি শিল্প প্রতিষ্ঠানের লোকসান ক্রমান্বয়ে হ্রাসকরণ এবং বন্ধ কারখানা চালুকরণ;
- শিল্পখাতে নারীসহ অধিক সংখ্যক দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০/৬/২০২২ তারিখের মধ্যে বিটাক-এর আওতায় বরিশাল, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে মহিলা হোস্টেলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং বিটাক, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে মহিলা হোস্টেল স্থাপন;
- নির্ধারিত সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, আয়োডিনযুক্ত লবণ ও ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেলের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ

০১ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি)

০২ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)

০৩ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)

০৪ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

০৫ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)

০৬ পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

০৭ বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

০৮ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

০৯ ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

১০ প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

১১ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

১২ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)

১৩ ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০২০-২০২১ অর্থবছরের গুরত্বপূর্ণ অর্জন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, আদর্শ এবং তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবন সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জানা এবং দেশ গড়ার কাজে তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রচিত পুস্তকসমূহ, বিশেষ করে শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন সমসাময়িক ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত ছবি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু কর্ণারে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড় প্রোট্রেট স্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এবং শিল্প সচিব এর শিল্প মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শন

২.২ আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন

টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

আইন	নীতি
১. আয়োডিনযুক্ত লবন আইন, ২০২১	১. জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১
	২. অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০২১

২.৩ আরএডিপি বাস্তবায়ন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনার প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বা উন্নয়ন বাজেট। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৪৮টি অনুমোদিত প্রকল্প (বিনিয়োগ-৪৪, কারিগরি সহায়তা-৩ ও নিজস্ব অর্থায়নে-১) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ৩৮৪২.৫৫ কোটি (জিওবি ১৬৯৯.৯১ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ২০৯৬.৪৫ কোটি (সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটসহ) এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৪৪.১৯ কোটি) টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩০১৯.২৫ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭৮.৫৭%। **উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ১৫টি** প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

এক নজরে বিগত ০৫ বছরের আরএডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	আরএডিপি বরাদ্দ				অর্থ ছাড় (%)	মোট ব্যয় (%)	জিওবি (%)
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন	মোট			
২০১৬-১৭	৪৯	৪৭৭.১৭	৮৫.৩৯	১.০০	৫৬৩.৫৬	৫০১.৬৩ (৮৯.০১%)	৪৬৩.৫০ (৮২.২৫%)	৩৩৬.৭২ (৭০.৫৭%)
২০১৭-১৮	৪৪	৮৪৪.০৬	১০.৩২	০.১৫	৮৫৪.৫৩	৮১৮.৮৩ (৯৫.৮২%)	৬৪৪.৫২ (৭৫.৪২%)	৬৩৪.৯১ (৭৫.২২%)
২০১৮-১৯	৫৩	১০২৯.৯৬	৫৭.২৯	০.০৫	১০৮৭.৩৬	১১০৪.৬৫ (১০১.৬০%)	১০৭৯.৭৭ (৯৯.৩০)	১০০০.৮৫ (৯৭.১৭%)
২০১৯-২০	৫০	১৩৬৩.৮৫	২৭২৫.৮৮	৫.২৭	৪০৯৫.০০	৪১৩৯.৯৯ (১০১.১০%)	৪০৬০.৯৮ (৯৯.১৭%)	১১৪৬.৩৪ (৮৪.০৫%)
২০২০-২১	৪৮	১৬৯৯.৯১	২০৯৮.৪৫	৪৪.১৯	৩৮৪২.৫৫	৩১২৭.৪৭ (৮১.৩৯%)	৩০১৯.২৫ (৭৮.৫৭%)	১৩৯৮.৫২ (৮২.২৭%)
						১৫% সংরক্ষিত বরাদ্দ বাদে		
						(৮৫.৬৭%)	(৮২.৭১%)	(৯২.৭৬%)

২.৪ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

- দেশে ডাবল কেবিন পিকআপ (খ-২০০) সংযোজনের জন্য জাপানের মিৎসুবিসি কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।
- পরিবেশবান্ধব ও বিদ্যুৎসাশ্রয়ী চিনি ও লিকার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে থাইল্যান্ড, জাপান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৩টি প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।
- আধুনিক ফুড বেকারী স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের Al-Afaliq Group এর সাথে বিএসএফআইসি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

২.৫ ই-ফাইলিং

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা (কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩.২১)। এ পরিপ্রেক্ষিতে ই-ফাইলিং বা ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় নথি নিষ্পন্ন এবং কর্ম সম্পাদন করা একটি অন্যতম ডিজিটাইজেশন উদ্যোগ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ই-ফাইলিং এ নিষ্পত্তিকৃত কার্যক্রম **৮৭.৪১%**।

২.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে যা প্রদর্শন করা হয়েছে।

২.৭ ভোজ্য লবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ

২০২০-২০২১ অর্থবছরের লবণ মৌসুমে ১৬.৫১ লক্ষ মে. টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে এবং ৮.০৭ লক্ষ মে. টন ভোজ্য লবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ করা হয়েছে। বিসিক সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে লবণে পরিমিত মাত্রায় আয়োডিন যুক্তকরণের জন্য ২৭০টি লবণ মিলে বিনামূল্যে সল্ট আয়োডেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। এতে দেশ হতে দৃশ্যমান গলগন্ড রোগ নির্মূল হয়েছে।

২.৮ ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ

বাংলাদেশে প্রথম বারের মত ভোজ্যতেলের সাথে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন 'এ' মিশ্রণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 'ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩' পাশ হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে **২২.২৪** লক্ষ মেট্রিকটন ভোজ্য তেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

২.৯ জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়ন

শিল্প মন্ত্রণালয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২১৯টি জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বিভাজন অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় প্রতি বছর গড়ে ২১৭টি পুরাতন জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের অনুমতি প্রদান করে থাকে। এ সকল জাহাজ ভেঙ্গে প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টন লোহা/স্টীল পাওয়া যায়, যা কাঁচা লোহার দেশীয় চাহিদার শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পূরণ করে থাকে। এ খাতে প্রায় ৩৫ হাজার লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে এবং প্রতি বছর দেশের অর্থনীতিতে প্রায় ১২০০০ কোটি টাকার অবদান রাখছে।

২.১০ ই-সেবা ও ইনোভেশন

শিল্প মন্ত্রণালয় ১ টি ই-সেবা বাস্তবায়ন করেছে।

ক. জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে আমদানির এনওসি প্রদান: আবেদনকারী www.mygov.bd এর মাধ্যমে আবেদন করলে আবেদনটি ই-নথির মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর ই-মেইলে এনওসি প্রদান করা হয়।

২.১১ ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা (IAP) প্রণয়ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার এপিএ লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এক (০১) বছরের সম্পাদিতব্য কর্মকান্ডের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা বলে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা অবশ্যই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.১২ মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে ও করোনা পূর্ববর্তী সময়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শেষে মন্ত্রণালয়ের নির্দিষ্ট ছকে প্রশিক্ষণের বিষয়াবলীর সাথে বাংলাদেশে প্রয়োগযোগ্য ক্ষেত্রসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

২.১৩ বেসরকারিখাতে স্বীকৃতি ও প্রণোদনার জন্য "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার" ২০২০ প্রণয়ন

শিল্প উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদানকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে শিল্পখাতে সফল উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিতকরণে পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করা হয়। প্রতি অর্থবছরে ৭ ক্যাটাগরির শিল্পের প্রতিটিতে ৩ জন করে মোট ২১ জন শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার, ২০২০' প্রদানের নিমিত্ত ০৭ (সাত) টি ক্যাটাগরির ২১ (একুশ) টি পুরস্কার নির্ধারিত থাকলেও যৌথভাবে ০১ (এক) টি প্রথম পুরস্কার এবং ০১ (এক) টি ৩য় পুরস্কার অর্থাৎ অতিরিক্ত ০২ (দুই) টি পুরস্কারসহ ২৩ (তেইশ) টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম চূড়ান্তকরণপূর্বক গত ২৭-০৬-২০২১ তারিখে গেজেট প্রকাশ হয়েছে।

২.১৪ রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান

জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী, ২০১৩ অনুসারে প্রতিবছর রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী, ২০১৩ এর আলোকে ''রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২০'' প্রণয়ন করা হয়েছে। 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৯' প্রদানের জন্য ১৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে (বৃহৎ শিল্পে ৪টি, মাঝারি শিল্পে ৪টি, ক্ষুদ্র শিল্পে ৩টি, মাইক্রো শিল্পে ০৩টি, কুটির শিল্পে ০২টি এবং হাইটেক শিল্পে ০৩টি) মনোনীত করে ২৭/০৬/২০২১ তারিখ প্রজ্ঞাপন আকারে গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ২০১৮ (২৮ডিসেম্বর ২০২০)

২.১৫ খাদ্য নিরাপত্তায় সার উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১০৩৩৯১৩ মে.টন ইউরিয়া সার, ৯১৮৭০ মে.টন টিএসপি সার, ১০২১১৫ মে.টন ডিএপি সার উৎপাদন এবং ১৩.০৭ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া সার আমদানিপূর্বক মোট ২৪.৬৩ লক্ষ মে.টন ইউরিয়া সার বিতরণের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২.১৬ শিল্প খাতের অপরিহার্য উপাদান বয়লার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে পোষাক শিল্পের প্রায় ৯০% কারখানায় স্থানীয়ভাবে নির্মিত বয়লার ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫৯৫টি বয়লারের অনুকূলে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান ও ৭২৪০ টি বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়ন পত্র নবায়ন করেছে। ১৯১টি বয়লারের নির্মাণ সনদ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৭১ জন বয়লার অপারেটরকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে। নরসিংদী জেলাকে অবৈধ বয়লার মুক্ত জেলা ঘোষণা করা হয়েছে ৩০ জুন ২০২১।

২.১৭ দেশে মানসম্পন্ন পণ্য/সেবা সামগ্রী উৎপাদন, পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ ও ভেজাল প্রতিরোধ

বিএসটিআই বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় মাননির্ধারণী প্রতিষ্ঠান। দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার গুণগতমান প্রণয়ন ও মানোন্নয়নের পাশপাশি আমদানিকৃত পণ্যের মান সংরক্ষণে বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৯৪টি পণ্যের মান প্রণয়ন, ৩৫০৫টি নতুন পণ্যের গুণগত মান সনদ এবং ৩৩৯৩টি পণ্যের গুণগত মান সনদ নবায়ন করেছে। তাছাড়া ভেজাল প্রতিরোধে ৩০০৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং ৫২৩২৬৩টি বিভিন্ন পদার্থের মান পরীক্ষা করেছে।

২.১৮ উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ খাত

২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) কর্তৃক ৪৩৮০৮টি ট্রেডমার্কস আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২৫৫টি পেটেন্ট আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে ও ২৬৯৫ টি পণ্যের ডিজাইন আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। পেটেন্ট ও ডিজাইন আবেদনের নিষ্পত্তির মোট শতকরা হার ৭৪.৭।

২.১৯ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) শিল্প খাত

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) বেসরকারিখাতে ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিশেষ করে কর্মসংস্থান, আয়বন্টন, অর্থনৈতিক গতিশীলতা, উদ্ভাবন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশে ৭৮ লক্ষ এসএমই শিল্প ৭০-৮০ % কর্মসংস্থান এবং জিডিপিতে ২৫% অবদান রেখে চলেছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশন ৮২টি এবং বিসিক ৩৮টি মোট ১২০ মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ করে।

তৃতীয় অধ্যায়

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি

(ক) **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন:** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের লবিতে এবং মন্ত্রণালয় চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ২টি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়। ১৭ মার্চ ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি, এবং শিল্প সচিব কে এম আলী আজম এর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে যথাযোগ্য মর্যাদায় পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ম্যুরাল দুটি'র শুভ উদ্বোধন করা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মুখে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ম্যুরাল

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীচতলায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করছেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, সঙ্গে মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী ও শিল্প সচিব

(খ ১৭ মার্চ ২০২১ মুজিব জন্ম শতবার্ষিকীতে আলোচনা সভা, সেমিনার ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

(গ **গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ:** মুজিববর্ষে ''দেশের কেউ গৃহহীন থাকবেনা'' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অভিপ্রায়কে গুরুত্ব দিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সহায়তায় মোট ৮৫,৫০,০০০/- (পঁচাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার সংস্থান করা হয়। উক্ত অর্থের চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণের জন্য মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী এবং শিল্প সচিব কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চেক হস্তান্তর

(ঘ) মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংক্রান্ত বিভিন্ন বই/পুস্তক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রচিত পুস্তকসমূহ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

(ঙ) শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন ছবি নিয়ে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছে।

(চ) মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত ডায়েরী, ক্যালেন্ডারসহ সকল প্রকাশনা, চিঠি-পত্রাদি এবং ব্যানার ও ফেস্টুনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর লোগো ব্যবহার করা হয়েছে।

(ছ) মুজিববর্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের শ্লোগান হিসেবে 'মুজিববর্ষের দর্শন, টেকসই শিল্পায়ন' শ্লোগান সকল চিঠিপত্রে, খামে, ডি.ও. লেটার প্যাডে এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩.১ বিসিআইসি

(ক) ১৭ মার্চ, ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

(খ) ১৭-২৪ মার্চ, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বিসিআইসি ভবন আলোক সজ্জায় সজ্জিতকরণ করা হয়।

(গ) বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল।

(ঘ) বিসিআইসি ভবনের মেইন গেইট বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও বক্তব্য দিয়ে সজ্জিতকরণ করা হয়েছে।

৩.২ বিএসএফআইসি

(ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শভিত্তিক স্মরণিকা প্রকাশ;

(খ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল তৈরি ও স্থাপন;

(গ) মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ করা হয়;

(ঘ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন;

৩.৩ বিএসইসি

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএসইসি কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিএসইসি ভবন আলোকসজ্জিতকরণ

উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ-

- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিএসইসি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন;
- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন;
- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে বিএসইসি ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ;
- ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ হতে বিএসইসি ভবন আলোকসজ্জা করা হয়েছে;
- আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে।

৩.৪ বিসিক

(ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও 'মুজিববর্ষ' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সকল প্রশিক্ষণে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও কর্মময় জীবন তুলে ধরা হচ্ছে।

(খ) বিসিকের ৪ আঞ্চলিক কার্যালয়, সকল জেলা কার্যালয় ও সকল শিল্প নগরীতে ৭৯৮৭ টি বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩.৫ বিএসটিআই

(ক) মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২১ থেকে প্রতি সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে ১ (এক) ঘন্টা করে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;

(খ) বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকান্ডের উপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়;

(গ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বরণে বিএসটিআইতে রক্তদান কর্মসূচি পালন করা হয়;

(ঘ) "শিল্পখাতের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন: নিরাপদ ও টেকসই পৃথিবী গড়তে 'মান' এর ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

৩.৬ বিটাক

(ক) বিটাক সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন;
(খ) বৃক্ষরোপন কর্মসূচি;
(গ) ব্যানার/ফেস্টুন প্রদর্শন;
(ঘ) বড় পর্দায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার;
(ঙ) আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল;
(চ) বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন।

৩.৭ বিআইএম

(ক) "আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ ব্যবস্থাপনাঃ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দর্শন" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে;

(খ) "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে;

(গ) ৩টি গৃহনির্মাণের জন্য ৯ লাখ ৭৫ হাজার টাকা শিল্প মন্ত্রণালয়ে জমা প্রদান করা হয়েছে;

(ঘ) বিআইএম পরিবারের সন্তানদের মধ্যে "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.৮ ডিপিডিটি

(ক) বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

(খ) আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

(গ) 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে মেধাসম্পদের গুরুত্ব' বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করা হয়।

৩.৯ এনপিও

(ক) ১৭ মার্চ, ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে এনপিও'র পক্ষ হতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ;

(খ) বিশেষ 5S ডে বাস্তবায়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

(গ) মুজিববর্ষ লোগো সম্মলিত কোর্ট পিন তৈরি ও বিতরণ করা হয়।

৩.১০ প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

(ক) সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও মোনাজাত করা হয়;

(খ) সারা বছর প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর ডকুমেন্টারি সংগ্রহ ও প্রচার।

৩.১১ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড

(ক) দোয়া মাহফিল, সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ;

(খ) বিএবি'র পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সের একটি সেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর উপর আলোচনা।

৩.১২ এসএমই ফাউন্ডেশন

(ক) মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ সেমিনার আয়োজন;

(খ) মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ জার্নাল প্রকাশ;

(গ) শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদান;

(ঘ) জাতির পিতার কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া আয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক। জনগণের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের মাধ্যমে ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য চিত্র নিম্নরূপ:

৪.১ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

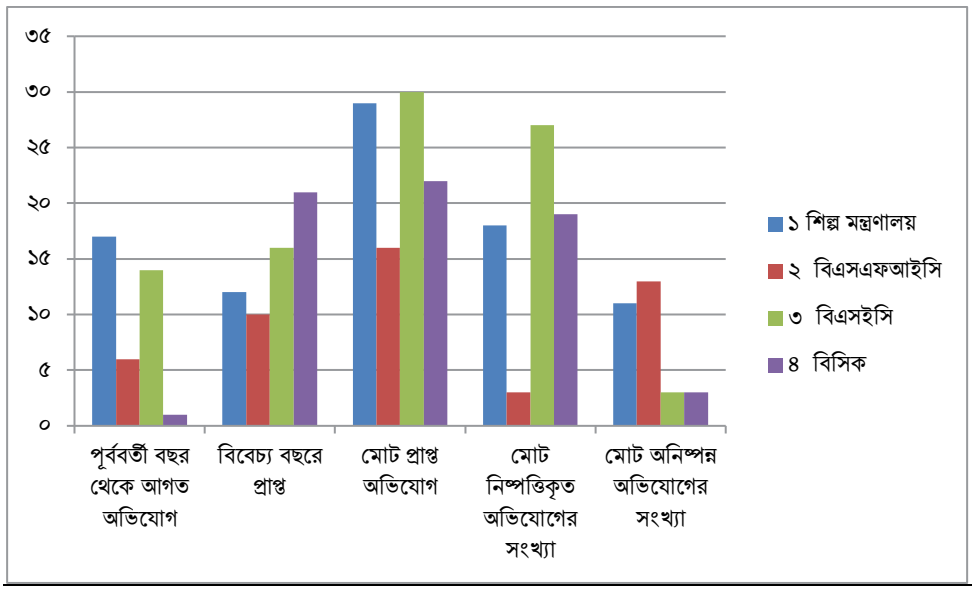

পঞ্চম অধ্যায়

মানব সম্পদ

জনবল: মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থার মানব সম্পদের বিবরণ নিম্নরূপ:

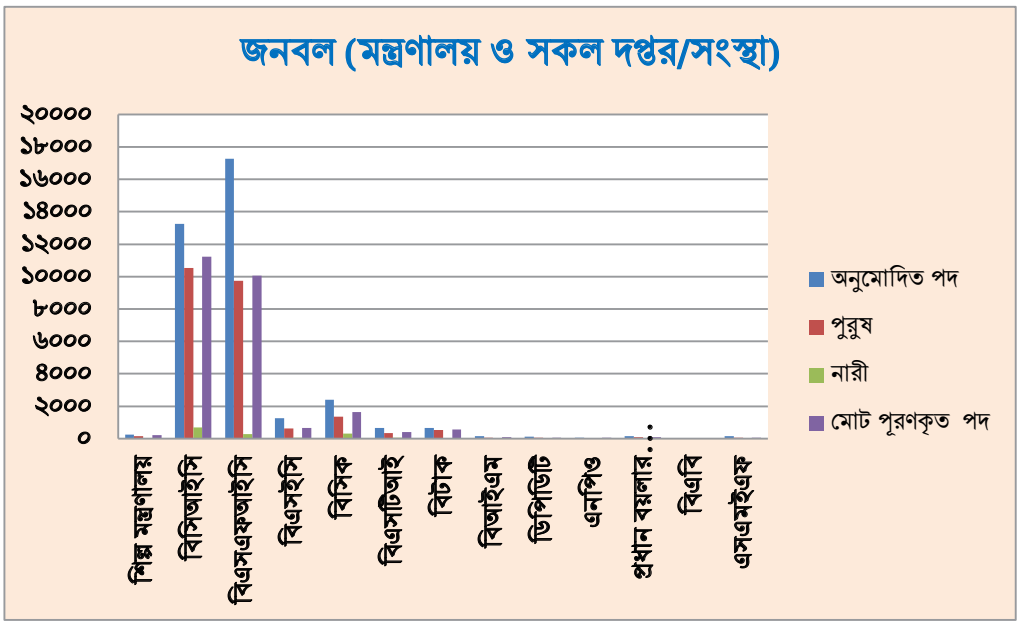

৫.১ শূন্য পদের বিন্যাসে (মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থা)

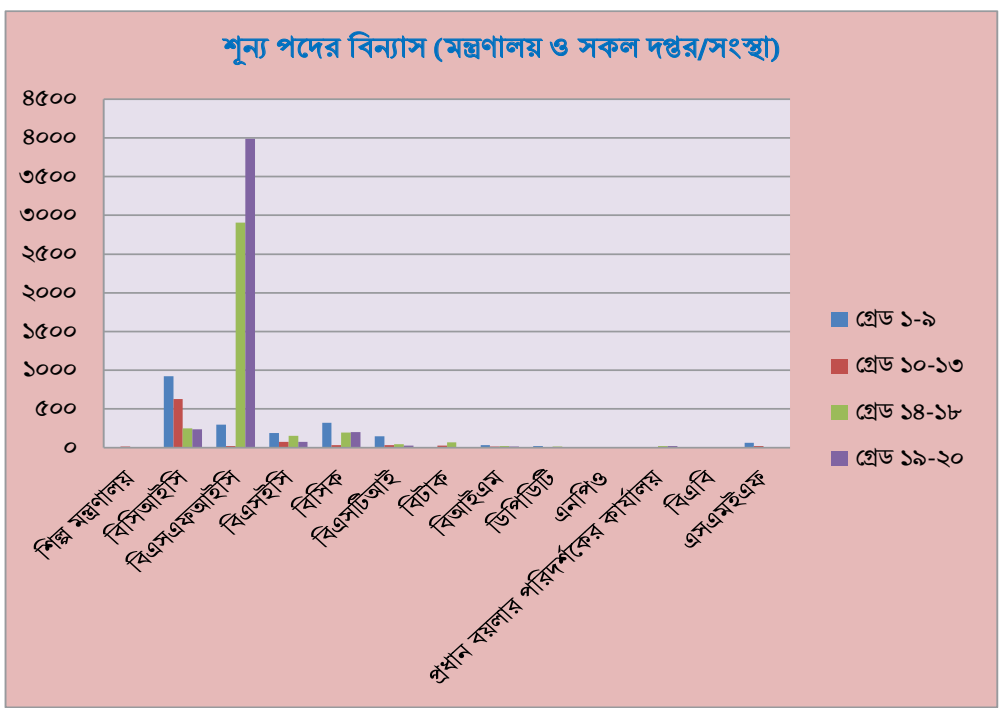

৫.২ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিয়োগ

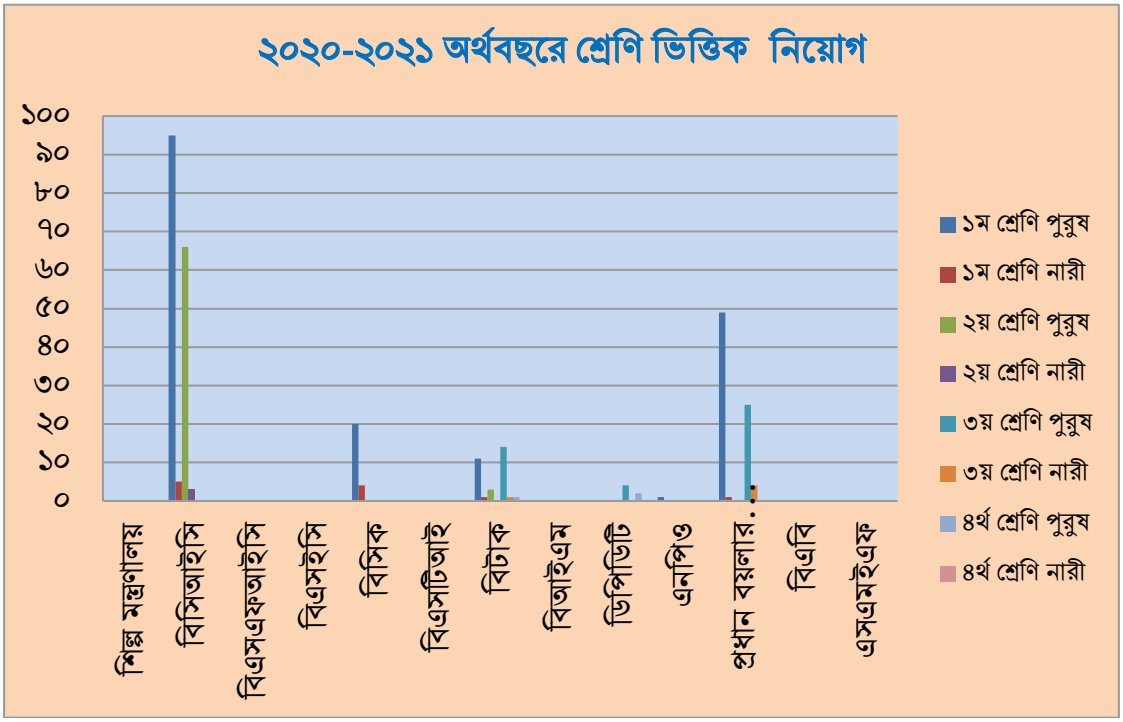

৫.৩ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার পদোন্নতির বিবরণ

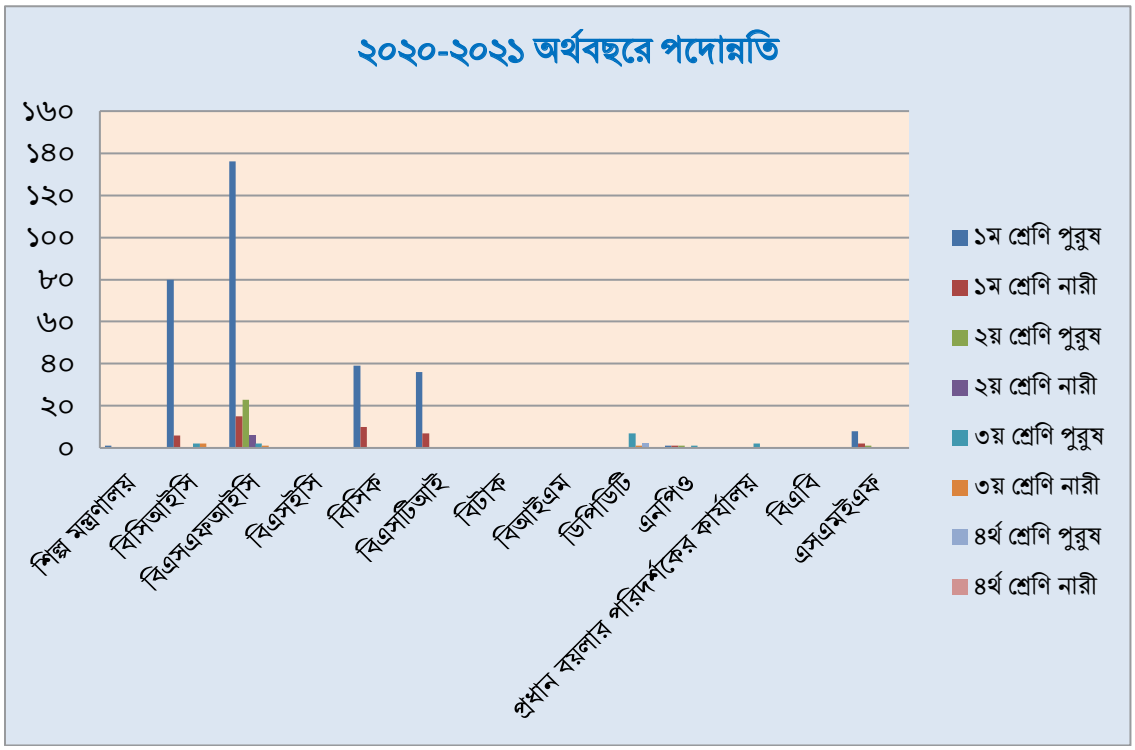

৫.৪ অবসর গ্রহণ (২০২০-২০২১ অর্থবছর)

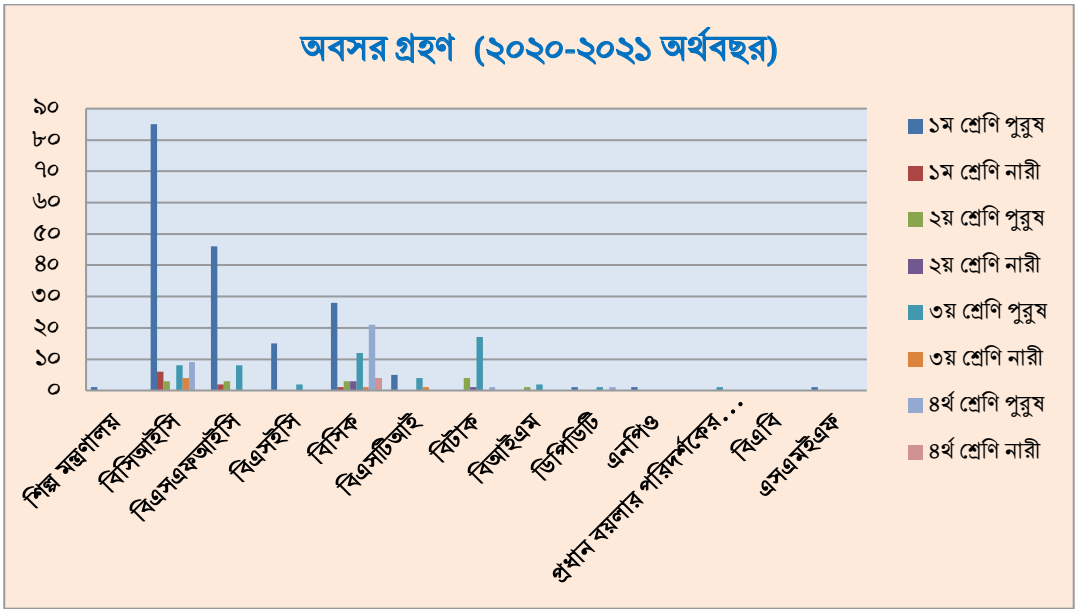

৫.৫ প্রশিক্ষণ (দেশে/বিদেশে) (২০২০-২০২১ অর্থবছর)

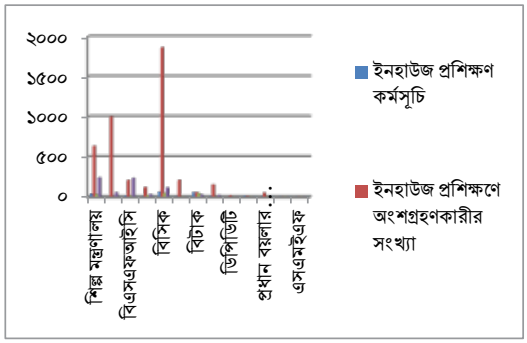

১ম থেকে ৯ম গ্রেডের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত চার্ট

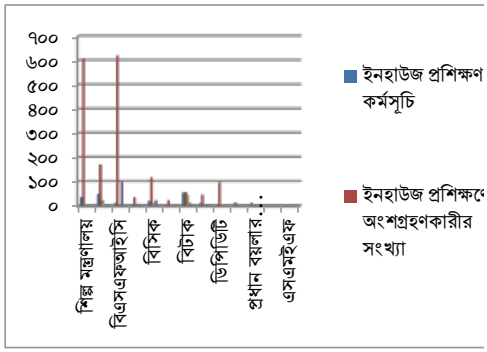

১০ম থেকে ১৩তম গ্রেডের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত চার্ট

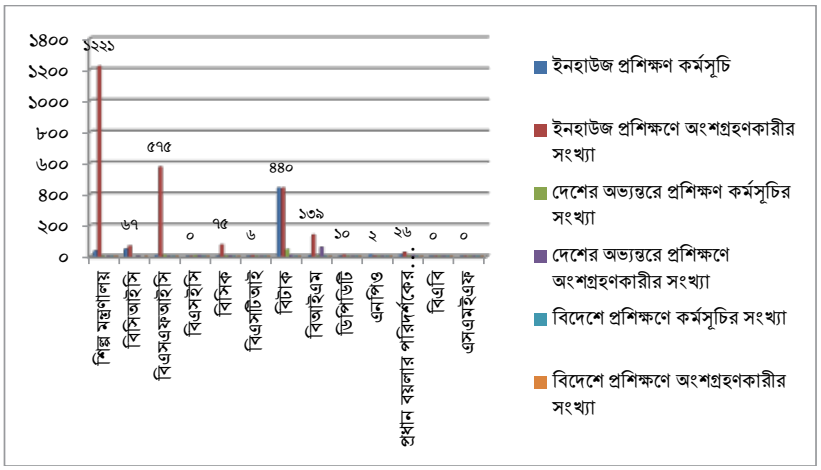

১৪ থেকে ২০ তম গ্রেডের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত চার্ট

৫.৬ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ভ্রমণ, পরিদর্শন

অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ পরিদর্শন

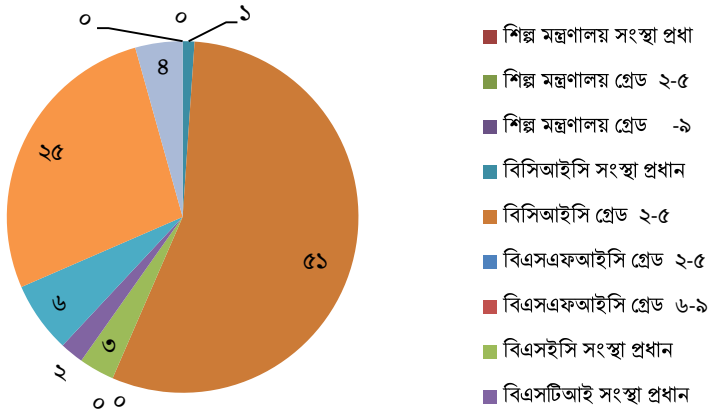

বৈদেশিক সেমিনার

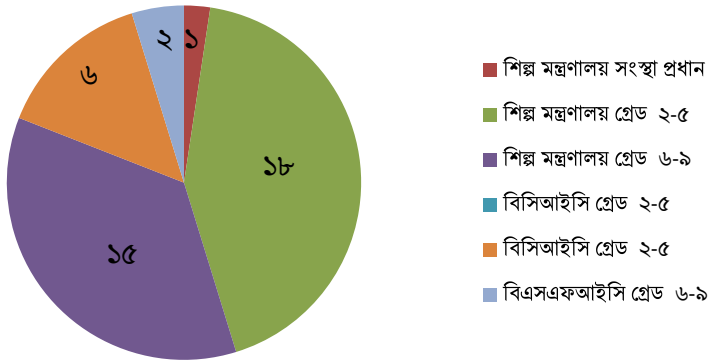

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার সংখ্যা ৭০টি। তন্মধ্যে প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ১০টি, যার সব কয়টি বাস্তবায়নাধীন। নির্দেশনার সংখ্যা ৬০টি। তন্মধ্যে বাস্তবায়িত ৩২টি এবং ২৮টি নির্দেশনা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

৬.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র: নং	বিষয়/কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন (প্রতিশ্রুতি নং-১)	মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে প্রাথমিকভাবে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং 'বিসিক শিল্প পার্ক, টাংগাইল (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮ জুন ২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২পর্যন্ত	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ২৯৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২৯৬৫.১৫ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৭৮% এবং বাস্তবঃ ৯১%। বর্তমানে প্রকল্পের মাটি ভরাটের কাজ চলছে।
২	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (প্রতিশ্রুতি নং-২)	এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য "Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১৮৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর, ২০২০ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৯০.৪৫ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৫৮.৩০% এবং বাস্তব ৬৫%। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান আছে।
৩	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারা চরপয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপ ইয়ার্ড নির্মাণ (প্রতিশ্রুতি নং-৩)	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় পায়রাবন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম এবং বিএসইসি'র মধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত সমঝোতা স্মারক গত ১৪/০১/২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ৩য় বার ১৪/০৭/২০২১ তারিখ হতে আরো ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করার কার্যক্রম চলমান আছে।
৪	চট্টগাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন (প্রতিশ্রুতি নং-৪)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে ১০.০০একর জমি নিয়ে ২৩৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২	শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গত ২০-০১-২০২০ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পাদনের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। EIA সম্পন্ন করে ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ২১/০৩/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
৫	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিক ায়ন করা (প্রতিশ্রুতি নং-৫)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার কচুয়াডোল-ললিতাহার মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১৭২৭০.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৩৪০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৭২৩ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৬৮% এবং বাস্তব ৭৬%। বর্তমানে মাটি ভরাটের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে।

ক্র: নং	বিষয়/কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৬	সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা (প্রতিশ্রুতি নং-৬)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগ্রাম, টালটিয়া, পূর্বমোহনপুর, ছাতিয়ালতলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২১	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৭১৯৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৮৯৮২ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৪০% এবং বাস্তবঃ ৫৩%। প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাটের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান আছে।
৭	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুকরণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ (প্রতিশ্রুতি নং-৭)	(১) খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএমএল) নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো) এর নিকট ৫০ একর জমি বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একর জমি এবং খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লি. এর জমি একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জমি। উক্ত জমির মধ্যে ৫.২৬ একর জমিতে ১৫,০০০ মেঃ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ অবশিষ্ট ৪২.৩১ একর জমিতে একটি নতুন পেপার মিল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। (২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.' এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস্' এবং ঢাকা ইউনিট 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি' এর দায়-দেনা নিরূপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বাজার মূল্য নির্ধারনের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকা, খুলনা ও বিসিআইসি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএমএল) পাশাপাশি কেএনএমএল প্রাঙ্গণে একটি সালফিউরিক এসিড, ফসফরিকএসিড, এলাম প্লান্ট বা পেপার মিল স্থাপন বা অন্য কোন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে পেশাদার উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় EOI (Expression of Interest) নোটিশ গত ১৫/০৩/২০২১ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। (২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. ও দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এর সম্পদ, দায়-দেনা সংক্রান্ত অডিট রিপোর্টের উপর বিসিআইসি'র মতামত ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহের সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক বাজার মূল্য নির্ধারনের কাজ চলমান আছে।
৮	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন (প্রতিশ্রুতি নং-৮)	উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা জন্য চাওয়া হয়েছে এবং উক্ত কার্যালয় হতে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেজা'র প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১ এবং সংশ্লিষ্ট জেলাপ্রশাসক-কে নিয়ে যৌথভাবে গঠিত কমিটি গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০১/১২/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৪/০৫/২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৯	বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন (প্রতিশ্রুতি নং-৯)	বরগুনা জেলার সদর উপজেলার কোরক মৌজায় ১০.২০ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ১১.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা (২য় সংশোধিত) প্রকল্পটি গত ২০ জুন ২০১৯ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ: জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০২০।	◆ অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ১৮০৮.০০ লক্ষ টাকা। ◆ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৮২৪.০০ লক্ষ টাকা। ◆ প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৬১৬.৯৪ লক্ষ টাকা। ◆ প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০ এ সম্পন্ন হয়েছে। ◆ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত সকল কাজ ডিসেম্বর ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্র: নং	বিষয়/কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১০	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন (প্রতিশ্রুতি নং-১০)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রথমে ১৫ একর জমি পরবর্তী ৫০ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় ৫০ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে একনেক সভায় ৯৮৬১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।

৬.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র: নং	বিষয়/কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক পট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে । (নির্দেশনা নং-১)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক অর্থনৈতিক জোনে জায়গা বরাদ্দ নিয়ে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	যেসব এলাকায় বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে সেখান থেকে জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে ৫০ একর জমিতে শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত "জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমটি সমাপ্ত হয়েছে।
২	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে । (নির্দেশনা নং-২)	মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার শিল্প পার্ক স্থাপনের নিদ্ধান্ত নেয়া হয়।	টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় 'বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারস ও ফল প্রক্রিয়াকরণ), টাঙ্গাইল' স্থাপনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসন, টাঙ্গাইল হতে ২১৪.০০ (দুইশত চৌদ্দ) একর জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান আছে।
৩	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে (নির্দেশনা নং-৩)	বিএসএফআইসির আওতাধীন'১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২-০৫-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	বিসিআইসি: বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫টি তে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থাধীন বিআইএসএফ ও ইউজিএসএফ কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই। বিএসএফআইসি: ৯ টি মিলের ইটিপি নির্মাণ কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। মিল চালু থাকা সাপেক্ষে Trial Run পরবর্তীতে ২০২১-২২ মাড়াই মৌসুমে ইটিপি চালু করা হবে। বিসিক: বিসিকের মোট ৭৯টি শিল্পনগরীতে ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প ইউনিট ১৮৫টি। এর মধ্যে এ পর্যন্ত ১১৬টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত ইটিপিগুলোর মধ্যে ১০৭টি চালু ও ৯টি বন্ধ রয়েছে। ০৬ টি ইটিপি নির্মাণাধীন আছে।
৪	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্ক্রান্তের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে (নির্দেশনা নং-৪)	নগরায়নের মাস্টার প্যানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে পত্র দেয়ার প্রেক্ষিতে ১০টি জেলা (গাজীপুর, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কুমিলা, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা, পঞ্চগড়, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, পাবনা) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।	বিসিক তার মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। বিসিক স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনায় ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩ হাজার একর জমিতে ১০টি শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করছে। মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনায় ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ হাজার একর জমিতে ৪০টি শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সুষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মেয়াদকাল ২০৪১ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে ৪০ হাজার একর জমিতে ১০০ টি শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্র: নং	বিষয়/কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৫	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে (নির্দেশনা নং-৫)	পরিবেশ সম্মত, আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সার উৎপাদনের লক্ষ্যে ১০,৪৬০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৯,২৪০০০ মে.টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন "ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং গত ০৯-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	♦ ২০২০-২১ অর্থ বছরে নভেম্বর ২০২০ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৪১৬০.৮৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের শুরু থেকে নভেম্বর, ২০২০ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৫২৫৪৩.৫৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে নভেম্বর, ২০২০ মাস পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ১৭.২১% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩৩.৭০ %।
৬	বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে।	বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুন:বরাদ্দযোগ্য শিল্প পটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।	বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে বাতিলকৃত এবং পুনঃবরাদ্দযোগ্য ২৯৬টি শিল্প পটের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৯/০১/২০২১ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সমকাল, দৈনিক আমাদের অর্থনীতি এবং ৩০/০১/২০২১ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ২৯৬টি প্লটের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ২৩৪টি প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে।
৭	দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে	**বিটাক :** "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২। **বিআইএম** "ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	**বিটাক:** ১ম সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৭৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১৬৩৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২০৫৯.১৪ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ২৭.৬০%, বাস্তবঃ ৪০.০১%। **বিআইএম** অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৩৫১.৩০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ১৫.৯০% এবং বাস্তবঃ ২৫%।
৮	রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বন্ধ ও বন্ধ প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে (নির্দেশনা নং-৮)	কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল), চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি), ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি. (সিসিসিএল), ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল), নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি.(এনবিপিএম), উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. এর অব্যবহৃত জমি বিভিন্ন দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	**১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল)** কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল) এর জায়গায় একটি নতুন ইন্টিগেটেড পেপার মিল স্থাপনের লক্ষ্যে "M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China" এর সাথে স্বাক্ষরিত MOU এর ধারাবাহিকতায় মেসার্স CMC, China বার্ষিক ১,০০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পেপার মিল স্থাপন সংক্রান্ত আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদন করে বিসিআইসি বরাবর দাখিল করে। **২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি)** সিসিসি প্রাঙ্গণে একটি নতুন ক্লোর-অ্যালকালি এবং ক্লোরিন সম্পর্কিত বেসিক কেমিক্যাল কম্পাউন্ড (পিভিসি) প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে পেশাদার উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের নিমিত্ত EOI (Expression of Interest) নোটিশ ২২/০৩/২০২১ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ক্র: নং	বিষয়/কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			৩। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি. (সিসিসিএল) সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত MoU এর ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়। Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সাথে গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়াও Land Demarcation এর কাজ চলমান রয়েছে। **৪। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল)** ঢাকা লেদার কো. লি. (ডিএলসিএল) এর জায়গাটি বিসিআইসি এর নামে নিবন্ধিত নয়। এ প্রেক্ষাপটে, সংস্থার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে নেয়ার প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। **৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি.(এনবিপিএম)** রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিঃ এর ১০০.৫২ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। **৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.** এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৯৪১.৫১ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি: ৭৯৪১.৫১ (অনুদান) লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে।
৯	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে (নির্দেশনা নং-৯)	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একীভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষে ডিপিডিটি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন কপিরাইট অফিস ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বিদ্যমান সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো-বিন্যাসে থেকেই ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান কাযক্রম ইতোমধ্যে চালু করেছে। অন্যদিকে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিতব্য ভবনের জন্য নির্ধারিত জমির বিষয়ে মহামান্য আদালতে মামলা (রিট পিটিশন নং ৫৬০৮/২০১৭) দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট চারটি দপ্তর সম্মিলিতভাবে মামলা মোকাবেলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
১০	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। (নির্দেশনা নং-১০)	শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই এর প্রারম্ভিক ০৩টি ক্যাটাগরির পদ যথা: পরীক্ষক (৫৯টি), ফিল্ড অফিসার (৬৮টি), পরিদর্শক (৬৫টি) পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই'র কারিগরী ক্যাটাগরির ১০ম ও ১১তম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ৩ (তিন)টি পদ যথা:-পরীক্ষক (৬৯টি), ফিল্ড অফিসার (৭৫টি), পরিদর্শক (৭৫টি) সহ সর্বমোট ২১৯টি পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল ৯ম গ্রেডে (প্রথম শ্রেণী) উন্নীতকরণের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ২৮/১০/২০২০ তারিখ জিও জারি করা হয়েছে।

ক্র: নং	বিষয়/কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১১	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে (নির্দেশনা নং-১১)	**বিসিআইসি** ১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ। **বিসিক** শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিএসইসি** গবেষণা সেল গঠন। সুনির্দিষ্ট মার্কেটিং কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। **বিএসএফআইসি** কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠানটির ফরেন লিকার আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করে রপ্তানির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ এর সাথে গত ০১/০৮/২০১৯ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।	**বিসিআইসি** বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণের জন্য ১৭টি মেশিনারিজের মধ্যে ৬টির সরবরাহ, Installation Ges Commissioning সম্পন্ন হয়েছে। **বিসিক** পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিসিক ৮২টি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ করেছে। **বিএসইসি** দেশীয় ক্রেতা সাধারণের নিকট বিক্রি, বৈদিশিক ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণপূর্বক বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শন করা হয়। **বিএসএফআইসি** গবেষণা কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ নিম্নরুপ : ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ৩০০ সে. তাপমাত্রায় Alcohol yield পাইলট পান্টে (গবেষণা কাজে ব্যবহৃত) 5.6% (v/v) হতে 6.602% (v/v) হয়েছে। ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় 0.2 vvm এয়ারেশনে Alcohol এর increment পাইলট প্লান্টে (গবেষণা কাজে ব্যবহৃত) ৩৩.৮৫% হয়েছে।
১২	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখ (নির্দেশনা নং-১২)	"ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ : জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১।	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১১৫৬.৭০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৭০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৫৩.৩৪ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার: আর্থিকঃ ৯৯.৭১% এবং বাস্তব ৯৯.৭১%। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি অসমাপ্ত রেখে জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত করা হয়েছে।
১৩	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ (নির্দেশনা নং-১৩)		শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১৩টি শূন্য পদের বিপরীতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিসিআইসিতে ৯ম ও ১০ ম গ্রেডে ১৫৯ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রাপ্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্যানেল হতে নির্বাচিত আরো ২৭ (সাতাইশ) জনকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। ৯ম গ্রেডের টেকনিক্যাল পদে ১২১ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন পাওয়ায় নিয়োগ পত্র ইস্যু করা হয়েছে। বিসিক এ ৪র্থ গ্রেডে উপমহাব্যবস্থাপক পদে ১ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ গ্রেডে উপ-ব্যবস্থাপক ও সমমান পদে ২২ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং উক্ত পদে ৪৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। বিটাকে নিয়োগযোগ্য ৩২টি পদে ইতোমধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে । ডিপিডিটিতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১২ টি শূণ্য পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বিএসটিআই এ গ্রেড ৩য় ও ৪র্থ এর ৩৬টি পদে প্রস্তাবিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনপত্র টেলিটকের মাধ্যমে গ্রহণপূর্বক বাছাই সম্পন্ন

ক্র: নং	বিষয়/কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			হয়েছে। বিএসইসিতে প্রথম শ্রেণির উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (হিসাব, কারিগরী এবং সাধারণ) ১৪ (চৌদ্দ) টি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণের নিমিত্ত টেলিটক বাংলাদেশ লি: এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বিআইএম এ মোট ৫৫টি পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করা হয়েছে। নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় এ বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৯) এর ৫টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) এর ২৩টি শূন্য পদে নিয়োগ পুলিশি তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নিয়োগ প্রদান করা হবে।
১৪	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা- জীপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রাক্টর ব্যবহার (নির্দেশনা নং-১৪)	**বিএসইসি** বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/ সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হচ্ছে। **বিএসএফআইসি** করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।	**বিএসইসি** বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের (ডেসা, ডেসকো, বিআরইবি, বিপিডিবি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কোম্পানি, ওয়াসা, গ্যাস কোম্পানি ইত্যাদি) সাথে সভা আহবান, নিয়মিত যোগাযোগ ও পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। **বিএসএফআইসি** বিএসএফআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
১৫	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmacuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন (নির্দেশনা নং-১৫)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৮ হতে - জুন ২০২১	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৩৩৬০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৬৭৫৬.৫৬ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৮৯% এবং বাস্তব ৯৬%।
১৬	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ (নির্দেশনা নং-১৬)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০২১	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১০১৫৫৬.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯১৭১০.৭৬ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৯৫% এবং বাস্তব ৯৯%।
১৭	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা) (নির্দেশনা নং-১৭)	৫ (পাঁচ) টি জেলায় ফরিদপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার ও কুমিলায় বিএসটিআইএর আঞ্চলিক অফিস সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৯।	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৫১৪৪.৫০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৭৭০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৮৫৯.১৬ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার : আর্থিক ৯৪.৪৫%, বাস্তব ১০০%। প্রকল্পটির ডিসেম্বর ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৮	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ (নির্দেশনা নং-১৮)	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	বিএসটিআই মান সনদের আওতাভুক্ত বাধ্যতামুলক ২২৭ টি পণ্যের মধ্যে কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যসহ মোট পণ্যের সংখ্যা ৮৮টি। যার মধ্যে কৃষিপণ্য ৪টি ও খাদ্যজাত পণ্য ৮৪টি। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, অভিযুক্তদের জরিমানা করা হচ্ছে।

ক্র: নং	বিষয়/কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৯	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃ চালুকরণ (নির্দেশনা নং-১৯)		১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি), (২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি :, (৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম): (৪) ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. বিষয়ে প্রতিশ্রুতির ৭নং ক্রমিকে এবং নির্দেশনার ০৮ নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।
২০	চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে। (নির্দেশনা নং-২০)		অনুমোদিত ১ লক্ষ (±১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১০৭৭৯২.৭৯০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়। সমুদয় চিনি বিক্রয় করা হয়েছে।
২১	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা (নির্দেশনা নং-২১)	"নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক ১ম সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৪৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৯১.৩৩ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ২.৭৪% এবং বাস্তব ১৬%। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি অসমাপ্ত রেখে জুন/২০২১ এ সমাপ্ত করা হয়েছে।
২২	র-সুগার আমদানি (নির্দেশনা নং-২২)	সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
২৩	রুগ্ন শিল্পের পুর্নবাসন (নির্দেশনা নং-২৩)	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরুপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	প্রস্তাবিত বাজেটের উপর গত মার্চ/২০২১ মাসে শিল্প মন্ত্রণালয়ে দুই দফায় বাজেট রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২০২১- ২২ অর্থবছরে উক্ত গবেষণা সম্পাদনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৪	"রুগ্নশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে"। (নির্দেশনা নং-২৪)		বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি'র ৩টি গড়ট স্বাক্ষরিত হয়েছে। যথা: [(1) Sharkara International of UAE (2) International Company for Water and Power Projects (ACWA), সৌদি আরব এবং (৩) VSS Consultancy & Management BV, নেদারল্যান্ড]।
২৫	আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে। (নির্দেশনা নং-২৫)	"ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্স ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী, পাবনা হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষাবাদ সম্ভব। সুগার বিট ব্যবহারের প্লান্ট/ক্ষেত্র না থাকায় ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে না।

ক্র: নং	বিষয়/কার্যক্রম	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২৬	রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন (নির্দেশনা নং-২৬)	বেজার মিরেরসরাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর হতে ১০০ একর জমিতে লেদার শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পুঠিয়া উপজেলায় বেলপুকুর ইউনিয়নস্থ স্বরূপনগর ও ধাদাসভূইয়া পাড়া মৌজায় ১০০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।	**চট্টগ্রাম:** বেজা থেকে বিসিককে জমি বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয় বিধায় বেজার বাহিরে বিকল্প জায়গা নির্বাচনের জন্য জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামকে পত্র দেয়া হয়েছে। **রাজশাহী:** রাজশাহী জেলাপ্রশাসন থেকে ১২৪.২১ একর জমি মূল্যসহ সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
২৭	সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ (নির্দেশনা নং-২৭)	বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে "বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে।	বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা শিরোনামে জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩৫২০৩৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপিতে শিল্পনগরীর শ্রমিকদের জন্য আবাসনের সংস্থান রাখা হয়েছে।
২৮	চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ। (নির্দেশনা নং-২৮)	এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	"বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা"তে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি লেদার ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য শিল্পনগরীতে ২.৪১ একর জায়গার সংস্থান রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা, গতিশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে আসছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব শিল্প মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর মধ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের অধীন ৪৩ টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৫০টি সূচক নির্ধারণ করা হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যিক ৩টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের অধীন ১৩টি কার্যক্রমের বিপরীতে ১৭ টি সূচক নির্ধারণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) যথাযথভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুবিভাগওয়ারী বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণপূর্বক ওয়ার্কিং এপিএ প্রণয়ন করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার প্রতিটি কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কোন অনুবিভাগ/কর্মকর্তা তদারকি করবে তাও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

৭.১ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র: নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের সংখ্যা	গৃহীত কার্যক্রমের সংখ্যা	সূচকের সংখ্যা	অর্জিত সূচকের সংখ্যা	আংশিক অর্জিত সূচকের সংখ্যা	অর্জন নেই সূচকের সংখ্যা
ক্র: নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের সংখ্যা	গৃহীত কার্যক্রমের সংখ্যা	সূচকের সংখ্যা	অর্জিত সূচকের সংখ্যা	আংশিক অর্জিত সূচকের সংখ্যা	অর্জন নেই সূচকের সংখ্যা
১	মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কৌশলগত উদ্দেশ্য	৫	৪৩	৫০	৩৪	১৪	২
২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত আবিশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য	৩	১৩	১৭	১৪	৩	০
	মোট	৮	৫৬	৬৭	৪৮	১৭	২

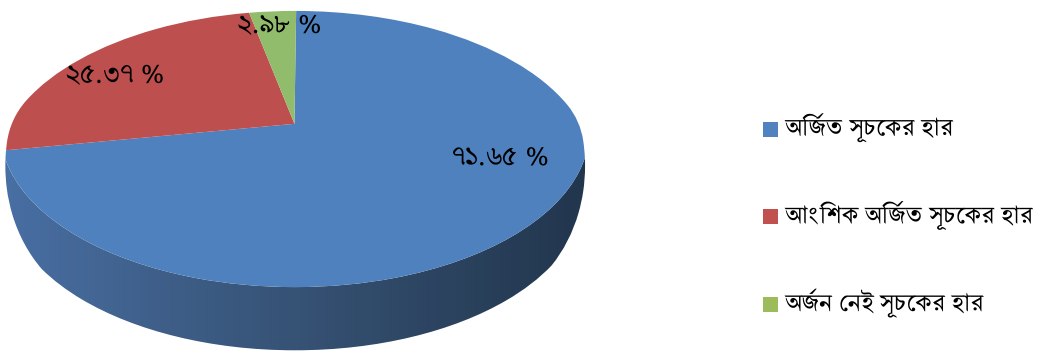

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে গৃহীত কার্যক্রমের সূচকের বাস্তবায়ন হার

৭.২ দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২১ অর্থ বছরে এপিএ এর চূড়ান্ত খসড়া মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২৬/৭/২০২১ তারিখে একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য ১২টি দপ্তর/সংস্থার জন্য ১২টি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক ১২টি দপ্তর/সংস্থার চুড়ান্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূল্যায়নে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)।

অষ্টম অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

এসডিজি'র অভীষ্ট ৯ বাস্তবায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা

এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে কাজ করছে। এসডিজি অভীষ্ট ৯ বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। এসডিজি'র টার্গেট ২.৩, ৯.২, ৯.৩, ৯.৪ এবং ১২.৬-এ শিল্প মন্ত্রণালয় লিড, ২টি টার্গেট (৬.৪, ৮.২) এ কো-লিড এবং ৪৪টি টার্গেটে এসোসিয়েট হিসেবে কাজ করছে। ২টি Priority Target নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তার মধ্যে রয়েছে শিল্প ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ২৫% এ উন্নীত করা এবং জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এ উন্নীত করা। এসডিজি'র অভীষ্ট ৯ বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় "Mainstreaming SDGs for the Ministry of Industries" শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেছে।

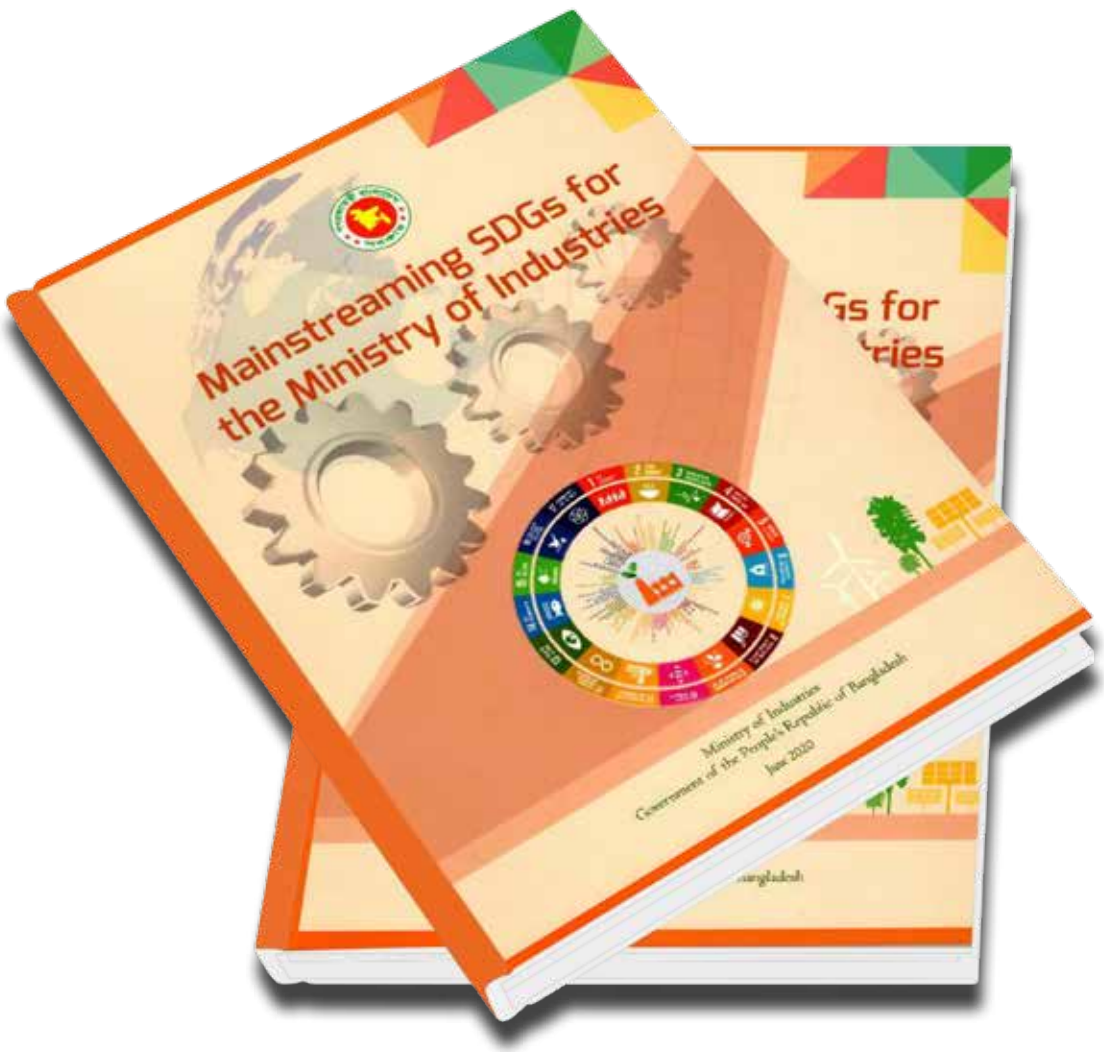

"Mainstreaming SDGs for the Ministry of Industries" শিরোনাম বইয়ের
মোড়ক উন্মোচন করেন-প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ

৮.১ ইনোভেশন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২১-২২-এর আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণে ৩টি কার্যক্রম/সেবা গ্রহণ করে যা হলো:

১) **উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন:** মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পের Online Monitoring.

২) **সেবা সহজিকরণ:** পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত অথবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জাহাজের সৈকতায়ন/বিচিং অনুমতি।

৩) **সেবা ডিজিটাইজেশন:** পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত অথবা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জাহাজের সৈকতায়ন/বিচিং অনুমতি কার্যক্রমের অনলাইন সার্ভিস/ডিজিটাইজেশন।

৮.২ গবেষণা

মানসম্পন্ন গবেষণা ধারণাপত্র (concept paper) প্রস্তুতের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে বিআইএম কর্তৃক একটি প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্যেকটি দপ্তর/সংস্থাকে গবেষণা প্রস্তাব প্রেরণের সময় উক্ত গবেষণা কর্মের সাথে সম্পৃক্ত অংশীজনদের (stakeholders) মতামত গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্যেকটি দপ্তর/সংস্থাকে তাদের নিজস্ব বার্ষিক বাজেটে Research & Development (R&D) খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নবম অধ্যায়

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

শিল্প মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সেবা প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থাসহ মন্ত্রণালয়ের 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' বা সিটিজেনস চার্টার পুনর্গঠন করে ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং এর লিখিত দলিল সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত পুস্তিকা হ্যান্ডবুক হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী করে প্রকাশ করা হয়েছে।

৯.১ নাগরিক সেবাদান কার্যক্রমের সুষ্ঠু এবং সময়ানুগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং সেবা প্রদান কার্যক্রম জবাবদিহিমূলক করার জন্য সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো :

ক) প্রাপ্ত পত্রাদি যথাসময়ে উপস্থাপন এবং দ্রুত নিষ্পত্তি কার্যকর করে ন্যূনতম সময়ে জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নথি উপস্থাপনের সময়, মন্ত্রণালয়ে পত্র গ্রহণের তারিখ, শাখায় গ্রহণের তারিখ এবং নথি নিষ্পত্তির জন্য বিধান অনুসারে সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখ করার নির্দেশনা জারি, এতদসংক্রান্ত একটি সীল প্রস্তুত করে সকল শাখায় সরবরাহ পত্রাদি উপস্থাপনকালে উক্ত সীল ব্যবহার বাধ্যতামূলককরণ;

খ) সিটিজেনস চার্টার পরিবীক্ষণ করে তিন মাস পর পর রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটি পরিবীক্ষণ টিম গঠন এবং পরিবীক্ষণ টিমের জন্য একটি পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা ছক প্রস্তুত করা হয়েছে;

গ) প্রত্যেক কর্মকর্তার ব্যক্তিগত কর্মপরিকল্পনা (IAP) তে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) অনুবিভাগসমূহের মাসিক সমন্বয় সভায় এবং মন্ত্রণালয়ের মাসিক সভায় সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে সিটিজেনস চার্টারের সাথে এজঝ এর লিংক প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদান সম্পর্কে জনগণের অভিযোগ/মতামত গ্রহণ;

চ) প্রাপ্ত সেবা বিষয়ে সেবা গ্রহীতার মতামত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ডেস্কে একটি মতামত পরিবীক্ষণ ছকের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতার মতামত/অভিযোগ গ্রহণ

৯.২ সিটিজেনস চার্টার পরিবীক্ষণ টিম কর্তৃক দৈবচয়নের ভিত্তিতে জাহাজ আমদানি এবং পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য

বছর	জাহাজ আমদানির জন্য অনাপত্তি সনদ প্রদানের আবেদন	নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে (২ কার্য দিবস) অনাপত্তি প্রদান	জাহাজ পরিদর্শনের জন্য অনুমতি প্রদানর আবেদন	নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
২০২০-২০২১	২২৮	২২৮	২১৭	২১৭	-

৯.৩ সিটিজেনস চার্টার পরিবীক্ষণ টিম কর্তৃক জাহাজ বিচিং এবং বিভাজন সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য

বছর	জাহাজ বিচিং এর জন্য অনুমতি প্রদানের আবেদন	নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	জাহাজ বিভাজন/কাটিং এর জন্য অনুমতি প্রদানের আবেদন	নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে নিষ্পত্তিকৃত আবেদন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
২০২০-২০২১	২১৯	২১৯	২১৯	২১৯	-

দশম অধ্যায়

বাজেট ও অডিট

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(হাজার টাকায়)

মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট	২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	বিগত বছরসমূহের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি %	বিগত বছরসমূহের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ
৩৮০৮৬০০	৫৩১৪৫২৩	৫১৪৫০৮৭	৯৬.৮১	-

১০.২ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নিজস্ব আয় ও জিওবির হিসাব (হাজার টাকায়)

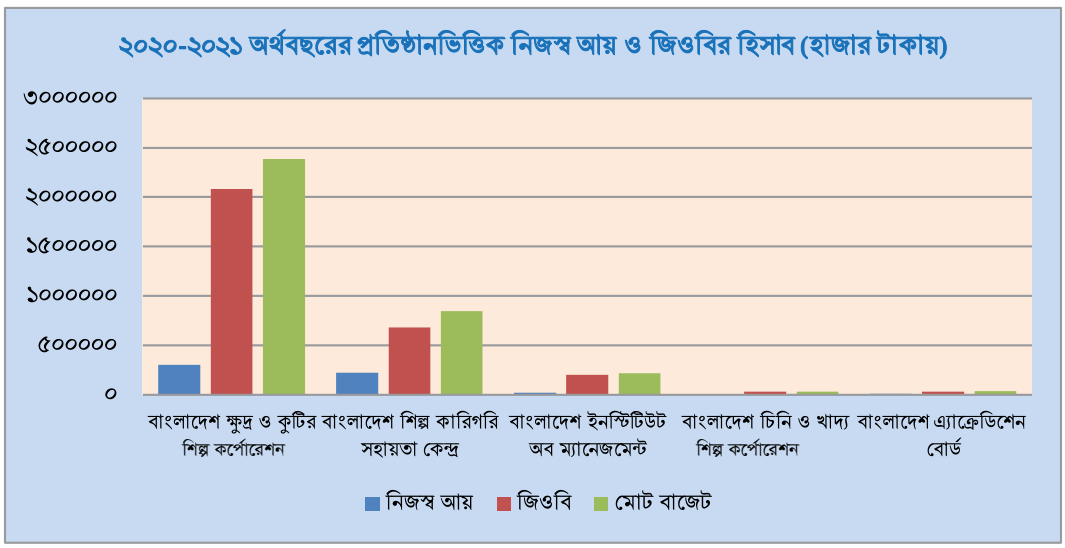

১০.৩ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন বাজেট এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি

লক্ষ টাকায়

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিডিপির বরাদ্দ (বরাদ্দের শতকরা হার)				অর্থ ছাড় (%)	মোট ব্যয় (%)
		জিওপি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০২০-২০২১	৪৮	১৬৯৯৯১.০০	২০৯৮৪৫.০০	৪৪১৯.০০	৩৮৪২৫৫.০০	৩১২৭৪৭.০০ (৮১.৩৯%)	৩০১৯২৫.০০ (৭৮.৫৭%)

১০.৪ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক	প্রকল্পের শিরোনাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল
বিসিক		
০১.	চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০০৩-জুন২০২১
০২.	অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্প পার্ক (৩য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০০৮-জুন ২০২১

ক্রমিক	প্রকল্পের শিরোনাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল
০৩.	বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা (২য় সংশোধিত)	জুলাই ২০১১- ডিসেম্বর ২০২০
০৪.	বিসিক শিল্পনগরী, চুয়াডাঙ্গা (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৪-জুন ২০২১
০৫.	তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৫-জুন ২০২১
০৬.	মাদারীপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১
০৭.	জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ	জুলাই ২০১৯ -ডিসেম্বর ২০২০
বিসিআইসি		
০৮.	শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি), ২য় সংশোধিত, অনুমোদিত	০১/০১/২০১২ - ৩০/০৬/২০২১
বিএসএফআইসি		
০৯	ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত) ।	(জুলাই ২০১৩-জুন ২০২১)
১০	নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)।	(ফেব্রুয়ারি ২০১৪- জুন ২০২১)
বিএসইসি		
১১	"Feasibility study for Modernization of Dhaka Steel Works Ltd."	(এপ্রিল, ২০১৯- জুন ২০২১)
১২	এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেমব্লিং প্ল্যান্ট ইন ইটিএল (১ম সংশোধিত)	(জানুয়ারি, ২০১৬-জুন ২০২১)
১৩	প্রগতি টাওয়ার নির্মাণ	(জানুয়ারি ২০১৬-জুন ২০২৩)
বিটাক		
১৪	"বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেস্টিং সুবিধাসহ টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) "-প্রকল্প।	(জানুয়ারি, ২০১৬ - জুন, ২০২১)
শিল্প মন্ত্রণালয়		
১৫	"Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh (Phase-11) "-প্রকল্প	(০১/০৪/২০১৮-৩০/১০/ ২০২০)

১০.৫ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়					
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ			লভ্যাংশ		
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	হ্রাস (-)/বৃদ্ধির (+) হার	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	হ্রাস (-)/বৃদ্ধির (+) হার
২০২০-২০২১	১৩৮৮১২০	১২২৬৪৩১	-	৪৮৬২৭৮০	৪১৮২৮৭৪	-

১০.৬ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অডিট আপত্তি (মন্ত্রণালয়সহ দপ্তর/সংস্থার একত্রিত)

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	অডিট আপত্তি				নিস্পত্তি অডিট আপত্তি		অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি	
	ক্রমপুঞ্জিভূত আপত্তির সংখ্যা	বিবেচ্য বছরের আপত্তির সংখ্যা	মোট আপত্তি সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪) ২+৩	(৫)	(৬)	(৭)	(৮) ৪-৬	(৯) ৫-৭
২০২০-২১	৭০৬১	৩৮৩	৭৪৪৪	৩৬৮৪৪.৬৯	২৭০৬	৯১৬৩.৬৭	৪৭৩৮	২৭৬৮১.০২

একাদশ অধ্যায়

মামলা

মামলা/বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি

১১.১ বিভাগীয় মামলা

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২০-২০২১) দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	মোট মামলা সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২০-২০২১) নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				বছর শেষে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
				চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪ (২+৩)	৫	৬	৭	৮ (৫+৬+৭)	৯ (৪-৮)
শিল্প মন্ত্রণালয়	০	০২	০২	০১	০	০১	০২	০
বিসিআইসি	১৮	৪৩	৬১	০৬	১৩	২৪	৪৩	১৮
বিএসএফআইসি	০৬	১০	১৬	০	০৩	০৫	০৮	০৮
বিএসইসি	০	০৫	০৫	০১	০	০২	০৩	০২
বিসিক	৭	২৫	৩২	০৬	০৫	০১	১২	২০
বিএসটিআই	০	০২	০২	০	০১	০	০১	০১
বিটাক	১৬	০৮	১৬	০	০৮	০	০৮	০৮
বিআইএম	০	০	০	০	০	০	০	০
ডিপিডিটি	৫	৫	৫	০	০	০	০	৫
এনপিও	০	০	০	০	০	০	০	০
বয়লার কার্যালয়	০	০	০	০	০	০	০	০
বিএবি	০	০	০	০	০	০	০	০
এসএমইএফ	০	০	০	০	০	০	০	০
সর্বমোট=	**৫২**	**১০০**	**১৩৯**	**১৪**	**৩০**	**৩৩**	**৭৭**	**৬২**

১১.২ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিপক্ষে বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মামলার বিবরণ

ক্র.নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত ক্রমপুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা	বর্তমান অর্থবছরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	সরকারের বিপক্ষে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	সর্বমোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭ (৫+৬)	৮	৯ (৭ - ৮)
১.	বিসিআইসি	৮২	০৮	৯০	২৭৭	৩৬৭	৪০	৩২৭
২.	বিএসইসি	০	০১	০	০	০১	০	০
৩.	বিএসএফআইসি	০	০	০	০	০	০	০
৪.	বিসিক	২১৪	১৫	২২৯	৫৫৬	৭৮৫	২০২	৫৮৩
৫.	বিএসটিআই	২২০	৩০৮	৫২৮	৪৫	৫৭৩	৯৪	৫২৪

ক্র.নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত ক্রমপুঁজিভূত মামলার সংখ্যা	বর্তমান অর্থবছরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	সরকারের বিপক্ষে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	সর্বমোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
৬.	বিটাক	০৬	০২	০৮	০	০৮	০	০৮
৭.	বিআইএম	০১	০	০১	০	০১	০	০১
৮.	ডিপিডিটি	০১	০	০১	০২	০৩	০	০৩
৯.	এনপিও	০	০	০	০১	০১	০	০১
১০.	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০	০	০১	০	০১	০	০১
১১.	বিএবি	০	০	০	০	০	০	০
১২.	এসএমইএফ	০	০	০	০	০	০	০
সর্বমোট		৪৬১	১০৪	৫৬৫	৮২৮	১৩৯৩	২৬৬	১১২৭

দ্বাদশ অধ্যায়

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রকাশনা

শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় ত্রৈমাসিক শিল্প বার্তা, বিসিক মাসিক ও ত্রৈমাসিক এমআইএস প্রতিবেদন ও এসএমইএফ ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মুদ্রণ করে থাকে।

১২.২ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন পুরস্কার/এ্যাওয়ার্ড প্রদান

মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থা	পুরস্কারের নাম	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পুরস্কার প্রদানের তারিখ	পুরস্কারের সংখ্যা	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম
মন্ত্রণালয়	জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার	স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা ও দক্ষতার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালন	-	৩টি	(১) শিল্প মন্ত্রণালয়ের গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-১০ ভুক্ত কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা : জনাব মো: গোলাম ইয়াহিয়া অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), শিল্প মন্ত্রণালয় (২) শিল্প মন্ত্রণালয়ের গ্রেড-১১ থেকে গ্রেড-২০ ভুক্ত কর্মচারীগণের মধ্য হতে পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মচারী : জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, শিল্প মন্ত্রণালয় (৩)শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের মধ্য হতে পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা : বেগম তাহমিনা আখতার মহাপরিচালক, বিআইএম
বিসিআইসি	শুদ্ধাচার পুরস্কার	স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা ও দক্ষতার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালন	১৪/০৬/২০২১	৪	(১) জনাব মোঃ আমিন উল আহসান,পরিচালক, বিসিআইসি (২) জনাব এ এম রেফাত উল্লাহ অপারেশন অফিসার, বিসিআইসি (৩) জনাব পংকজ কান্তি দত্ত, রসায়নবিদ, ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (৪) জনাব মোঃ আশরাফুল আনোয়ার, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, বিসিআইসি।
বিএসইসি	শুদ্ধাচার পুরস্কার	দাপ্তরিক কাজে সততা, দক্ষতা, কর্মনিষ্ঠা	০৬/০৬/২০২১	৩	১। জনাব এস এম মুসলিম উদ্দিন ব্যবস্থাপক (আইন), বিএসইসি ২। জনাব মো: জিন্নাহ মিয়া অফিস সহায়ক, বিএসইসি ৩। মোঃ সাহেরুল আজম ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ইস্টার্ন টিউবস লি.
বিএসটিআই	এপিএ	এপিএ বাস্তবায়ন	১৪-০৩-২০২১	১ টি	মহাপরিচালক বিএসটিআই

মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থা	পুরস্কারের নাম	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পুরস্কার প্রদানের তারিখ	পুরস্কারের সংখ্যা	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম
বিআইএম	শুদ্ধাচার পুরস্কার	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	২৭-০৬-২০২১		১। জনাব তাহমিনা আখতার মহাপরিচালক (বিআইএম) ২। জনাব মোঃ জাফর আলী
	এপিএ	এপিএ	২৪-০৬-২০২১		১। জনাব এম আমিনুর, বিআইএম ২। জনাব নির্ঝর মজুমদার, বিআইএম ৩। জনাব শেখ সজিবুর রহমান, বিআইএম ৪। জনাব মামুন মুজতাবা, বিআইএম
ডিপিডিটি	শুদ্ধাচার পুরস্কার	শুদ্ধাচার	২০-০৬-২০২১		১। জনাব মো: আবদুস সাত্তার রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত সচিব) ২। জনাব হালিমা আক্তার অফিস সহকারী কাম-কম্পি: মুদ্রা:
বিটাক	শুদ্ধাচার পুরস্কার	সামস্টিক মূল্যায়ন	২৪-০৬-২০২১	২টি	১। জনাব মীর মো: আনিসুজ্জামান সহকারী প্রকৌশলী, বিটাক, বগুড়া ২। জনাব মো: আবু সাঈদ জুনিয়র টেকনিশিয়ান, বিটাক, চট্টগ্রাম
বিএসএফআইসি	শুদ্ধাচার পুরস্কার	শুদ্ধাচার	০৩-০৫-২০২১	৩টি	০১। জনাব মো: আল ওয়াদুদ আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ০২। জনাব মো: সাইফুল আলম, উপব্যবস্থাপক ০৩। জনাব মো: জিলন খান, এমএলএসএস
বিসিক	বিসিক শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২১	সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও আন্তরিকতা	২৪-০৬-২০২১	১২	১. জনাব তানমিরা খন্দকার উপ-ব্যবস্থাপক, প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ, বিসিক, ঢাকা ২. জনাব মো: রাশেদুর রহমান উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) পরিকল্পনা ও কার্যক্রম শাখা, বিসিক, ঢাকা ৩. জনাব দিলরুবা দীপ্তি উপ-ব্যবস্থাপক বিসিক জেলা কার্যালয়, নাটোর ৪. জনাব মো: গোলাম হাফিজ উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) বিসিক জেলা কার্যালয়, ফরিদপুর ৫. জনাব মো: জালিস মাহমুদ উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) বিসিক জেলা কার্যালয়, বরিশাল ৬. জনাব মুহাম্মদ রিজওয়ানুর রশিদ সহকারী নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়, কক্সবাজার ৭. জনাব ওয়ালেদা খাতুন উপব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী ৮. জনাব তোয়ারিকুন্নাহার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বিসিক আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ

মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থা	পুরস্কারের নাম	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পুরস্কার প্রদানের তারিখ	পুরস্কারের সংখ্যা	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম
					৯. জনাব হালিম উল্লাহ শিল্পনগরী কর্মকর্তা, বিসিক শিল্পনগরী, নিজকুঞ্জরা, ফেনী ১০. জনাব মো: কামাল পারভেজ শিল্পনগরী কর্মকর্তা বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা ১১. সৈয়দ শামসুল আলম তাব্রিজ হিসাব সহকারী সিপিএফ শাখা, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বিসিক, ঢাকা ১২. জনাব মো: সরোয়ার হোসেন মৃধা নিরাপত্তা প্রহরী, আঞ্চলিক কার্যালয়, বিসিক, খুলনা।

১২.৩ সিআইপি পুরস্কার (প্রবর্তনের বছর ২০০৯ থেকে বিবেচনাধীন বছর পর্যন্ত)

সাল	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের সদস্য (পদাধিকারবলে)	বৃহৎ শিল্প	মাঝারি শিল্প	ক্ষুদ্র শিল্প	মাইক্রো শিল্প	কুটির শিল্প	সেবা শিল্প	মোট
২০০৯	৭	২২	৯	১	-	-	-	৩৯
২০১০	১০	১৮	৯	৫	-	-	-	৪২
২০১১	মনোনয়ন দেয়া হয়নি							
২০১২	৮	১৩	৬	৩	২	-	৩	৩৫
২০১৩	১১	২১	১০	৫	১	১	৫	৫৪
২০১৪	১২	২১	৯	৬	২	১	৫	৫৬
২০১৫	৮	২০	১২	৫	২	২	৯	৫৮
২০১৬	৮	২০	১২	৫	১	১	৯	৫৬
২০১৭	৬	১৫	৯	৫	২	২	৯	৪৮
২০১৮	মনোনয়ন প্রকিয়াধীন							
সর্বমোট	৭০	১৫০	৭৬	৩৫	১০	০৭	৪০	৩৮৮

২০ নভেম্বর ২০১১ তারিখ অনুষ্ঠিত সিআইপি (শিল্প) ২০২১ সম্মাননা ও ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ
কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন
(বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি)

১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ২৭ নং অধ্যাদেশ এবং ১৯৭৬ সনের ২৫ নং সংশোধনী বলে ৩টি করপোরেশন যথা বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার, কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল করপোরেশন, বাংলাদেশ পেপার এন্ড বোর্ড করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ট্যানারীজ করপোরেশন একীভূত করে ১লা জুলাই, ১৯৭৬ইং তারিখে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে Bangladesh Industrial Enterprise (Nationalized) order ১৯৭২ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়ন করা হয়। বিসিআইসি শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন "বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন-২০১৮" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত একটি বৃহৎ সংস্থা। প্রাথমিক পর্যায় হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ৮৮টি কারখানা নিয়ে বিসিআইসির কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এ সংস্থার অধীনে ১০টি চালু কারখানা আছে। চালু কারখানগুলোর মধ্যে ৪টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি ডিএপি সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি কাগজ কারখানা, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা ও ১টি স্যানিটারীওয়্যার ও ইন্সুলেটর কারখানা রয়েছে। আধুনিক শিল্প প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিসিআইসি ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন কারখানাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তি তৈরী এবং শিল্পের নতুন নিয়োগকৃত ও কর্মরত কর্মীদের কারিগরী শিক্ষা প্রদান ও কারিগরী দক্ষতার স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে পলাশ, নরসিংদীতে "ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (টিআইসিআই)" প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে বিসিআইসি'র উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে ৮০% রাসায়নিক সার। এর মধ্যে ৭০% ইউরিয়া সার ও ১০% অন্যান্য সার। তাছাড়া যৌথ অংশীদারিত্বে ৮টি কারখানা রয়েছে।

ভিশন

২০৩০ সালের মধ্যে বিসিআইসি'র কারখানাসমূহ লাভজনক, জ্বালানিসাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর।

মিশন

২০৩০ সালের মধ্যে বিসিআইসি'র কারখানাসমূহ লাভজনক, জ্বালানিসাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির বিকাশসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সরকারের শিল্পনীতি বাস্তবায়ন।
- আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন ।
- যথাযথ দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার সাথে সংস্থার কারখানাসমূহের পরিচালনা নিশ্চিতকরণ।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সার উৎপাদন ও আমদানী করে ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় সার পৌঁছানো।
- ভারী শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ।
- যৌথ উদ্যোগে নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিতে দেশকে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করা।
- সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক রাসায়নিক বৃহৎ শিল্পের প্রসার ঘটানো।

৩. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন

প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ (বরাদ্দের শতকরা হার)				অর্থ ছাড় (%)	মোট ব্যয় (%)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৬	৮৩৩.৮৯	২০৫০.০০	৯.০০	২৮৯২.৮৯	৭৩৭.৫০	২২১৪.৯২	৭৬.৫৬

৪. আর্থিক বিবরণী (২০২০-২০২১ অর্থবছর)

সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	সর্বমোট স্থিতি
১	২	৩
২৭৬২.৫৩	৩১০৮.৭৪	(৩৪৬.২১)

৫. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে লোকসানি প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম	লোকসানের পরিমাণ (মে-২০২১ পর্যন্ত প্রভিশনাল)
শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লি.	২২৫.৫০
চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লি.	৫৬.৬৬
আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানী লি.	১১৭.১০
ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লি.	১৪৮.৬৪
পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লি.	৭.২৭
কর্ণফুলী পেপার মিলস লি.	২০.৫০
ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি.	৪৬.৮৩
উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লি.	১০.১৬
বাংলাদেশ ইন্সুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়ার ফ্যাক্টরী লি.	১৪.৪০

৬.১ লোকসানের কারণ

- কারখানাগুলোর আয়ুষ্কাল ও ক্রমশ ডাউন টাইম বৃদ্ধি পাওয়া;
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল সংকট;
- চলতি মূলধনের ঘাটতি;
- যথাসময় ওভারহেলিং কিংবা পূর্ণাঙ্গ বিএমআরই না হওয়া;
- উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি;
- খুচরা যন্ত্রাংশ ও মেরামত খাতে ক্রমশ ব্যয় বৃদ্ধি;
- বেতন-ভাতাদি খাতে ক্রমশ ব্যয় বৃদ্ধি;
- নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস না পাওয়া;
- গ্যাস ও বিদ্যুতের ক্রমশ মূল্য বৃদ্ধি;
- বিপণন ব্যয় বৃদ্ধি এবং
- মনোপলি মার্কেটের জায়গায় বহুজাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসা।

৬.২ উত্তরণের উপায়

- বিদ্যুৎ এবং নির্ধারিত চাপে এবং পরিমাণে নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- কারখানাসমূহ পুরাতন হওয়ায় পর্যায়ক্রমে রিনোভেশন ও রক্ষণাবেক্ষণকরণ এবং নতুন প্রযুক্তির শক্তি সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব কারখানা স্থাপন করা;
- পর্যাপ্ত অর্থের যোগান নিশ্চিত করা, যৌথ উদ্যোগে বিদেশি বিনিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি;
- ঘাটতি জনবল পূরণের লক্ষ্যে নিয়োগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

- পর্যাপ্ত কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- সঠিক সময়ে কারখানার আপগ্রেডেশন নিশ্চিত করা এবং
- সঠিক সময় কারখানাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৬.৩ লাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ (মে-২০২১ পর্যন্ত প্রভিশনাল)
যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লি.	৬৬.৮৭
টিএসপি কমপ্লেক্স লি.	৪৬.৬২

৬.৪ ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত যৌথ উদ্যোগে চালু প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদিত পণ্য	সরকারি বিনিয়োগের শতকরা হার	লাভ/(লোকসানের) পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০২০-২০২১	কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানী লি. (কাফকো)	ইউরিয়া সার	বিসিআইসি: ৪৩.১৪৬% জিওবি: ০.৩৬৯%	৩৯.৭৬(অক্টো-২০২০) ২০১৯-২০২০ অর্থবছর
	স্যানোফি বাংলাদেশ লি.	ফার্মাসিটিক্যালস	বিসিআইসি: ১৯.৯৬% জিওবি: ২৫.৩৬%	-
	বায়ারক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লি.	এগ্রো কেমিক্যালস	৪০.০০%	-
	নোভার্টিস বাংলাদেশ লি.	ফার্মাসিটিক্যালস	৪০.০০%	০.৬২ (২০২০ সাল)
	সিনজেনটা বাংলাদেশ লি.	এগ্রো কেমিক্যালস	৪০.০০%	১.৯৭ (২০২০ সাল)
	ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানী লি.	নিরাপদ দিয়াশলাই	৩০.০০%	-
	বাল্ক ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ লি.	সেবা	৩০.০০%	-
	মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ লি.	পলি প্রপাইলিন ওভেন ব্যাগ সহ এইচডিপিই লাইনার, লেমিনেটেড/আনলেমিনেটেড স্যাক ক্রাফ্‌ট পেপার লাইনার ব্যাগ	২০.০০%	০.০৬ (২০১৯-২০২০ অর্থবছর)
	বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এন্ড এগ্রো কেমিক্যালস লি.	এসএসপি সার	৪.২৯%	

৭.১ ২০২০-২০২০ অর্থবছরে উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	পন্যের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
১	ইউরিয়া	মে.টন	৯,০০,০০০	১০,৩৩,৯১৩
২	টিএসপি	মে.টন	৯৫,০০০	৯১,৮৭০
৩	ডিএপি	মে.টন	১,০০,০০০	১,০২,১১৫
৪	কাগজ	মে.টন	৮,০০০	৬,০২৭.৬২
৫	সিমেন্ট	মে.টন	৩৫,০০০	১১,৮৭৫
৬	গাসশীট	লঃবঃ মিটার	০.০০	০.০০
৭	স্যানিটারীওয়্যার	মে.টন	৮০০	৯৯৩.০৬
৮	ইন্সুলেটর	মে.টন	১,৪০০	১,০৯৮.৩৪

৮.১ শিল্পপণ্য, ভোগ্যপণ্য, সার ইত্যাদি

(লক্ষ মে: টন)

অর্থবছর	উৎপাদিত পণ্যের নাম	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী)	প্রকৃত উৎপাদন এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা	মোট বিক্রয়	মোট মজুদ	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ
২০২০- ২০২১	ইউরিয়া সার	৯.০০	১০.৩৩ ১১৪.৮৭%	২৫.৫০	২৪.৬৩	৮.৬০	৪০.৫৪%
	টিএসপি সার	০.৯৫	০.৯২ ৯৭%	০.৯৫	০.৯৬	০.০৪৫	-
	ডিএপি সার	১.০০	১.০২ ১০২%	১.০০	০.৭৪	০.৩১	-

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- **শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ**

  বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও দিক নির্দেশনা এবং দেশে ইউরিয়া সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিসিআইসি'র তত্ত্বাবধানে ৪ হাজার ৯ শত ৮৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জে বাৎসরিক ৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৮ শত মেট্রিক টন গ্রানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন "শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ"নামে একটি অত্যাধুনিক সার কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

- **ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প (জিপিইউএফপি):**

  আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে ১০৪৬০.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বার্ষিক ৯,২৪,০০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এবং উচ্চতর ক্ষমতা সম্পন্ন ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে নরসিংদী জেলায় "ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প"শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩১.৪৮% (ভৌত)।

- **দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প**

  সুষ্ঠুভাবে সার সংরক্ষণ ও বিতরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ১৩টি জেলায় সর্বমোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার মে. টন সার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বাফার গুদাম নির্মাণ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- **দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্প**

  সুষ্ঠুভাবে সার সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য ২য় পর্যায়ে মোট ৫,১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দেশের বিভিন্ন জেলায় আরও ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

- **অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প**

  পুরান ঢাকা হতে রাসায়নিক গুদাম স্থানান্তরের লক্ষ্যে বন্ধ উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী, শ্যামপুর, ঢাকা কারখানার ৬.১৭ একর জমিতে ৭৯.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ" নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩৪.২৪% (ভৌত)।

- **ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ প্রকল্প**

  ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি.- কে লাভজনকভাবে পরিচালনা করার জন্য ৮৯০.১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে "ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেসে রূপান্তরকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটির কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জুন ২০২১ পর্যন্ত ৪০.০০ % (ভৌত)।

- **ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) প্রকল্প**

  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সংস্থাধীন এনজিএফএফ ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর খালি জায়গায় ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) নামক প্রকল্পের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭২৪.৩০ কোটি টাকা।

- **ছাতক সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপন প্রকল্প**

সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে MoU স্বাক্ষরিত হয়। গত ২৯-০৬-২০২০ তারিখে Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে।

২৮ জুন, ২০২১ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের ও বিসিআইসি'র মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর।

১০. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত একটি নতুন ইউরিয়া ফরমালডিহাইড (ইউএফ-৮৫) কারখানা স্থাপন;

- কেপিএম লি. প্রাঙ্গনে আধুনিক প্রযুক্তির এবং পরিবেশবান্ধব নতুন একটি "ইন্টিগ্রেটেড পাল্প এন্ড পেপার মিল" শীর্ষক প্রকল্প;
- গাজীপুরে একটি নতুন ইনস্যুলেটর এবং স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরী স্থাপন;
- কেএনএলএল প্রাঙ্গনে একটি নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত , শক্তি সাশ্রয়ী কাগজ কারখানা স্থাপন;
- চট্টগ্রাম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন বেসিক কেমিক্যাল প্লান্ট (কষ্টিক ক্লোরিন প্লান্ট) স্থাপন;
- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সুবিধাজনক স্থানে "নর্থবেঙ্গল ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" শীর্ষক একটি নতুন সার কারখানা স্থাপন প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ;
- সিসিসিএল, ছাতক একটি নতুন ক্লিংকার এবং সিমেন্ট কারখানা স্থাপন;
- বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করার নিমিত্ত বিদেশী বিনিয়োগে অথবা যৌথ উদ্যোগে/যৌথ অংশীদারিত্বে/ পিপিপি এর আওতায় কারখানাগুলো আধুনিক প্রযুক্তি সন্নিবেশের মাধ্যমে পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- চট্টগ্রামের বাড়বকুন্ডে অবস্থিত চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) প্রাঙ্গণে ৮০-১২০ মে.টন কস্টিক সোডা উৎপাদন সম্পন্ন ক্লোরো-অ্যালকালি প্ল্যান্ট স্থাপন;
- খুলনার খালিশপুরে অবস্থিত খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ (কেএনএম) প্রাঙ্গণে নতুন কারখানা স্থাপন;
- পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিমিটেড (কেপিএম) প্রাঙ্গণে নতুন Intigrated Plantation পাল্প ও পেপার মিলস্ স্থাপন;
- চট্টগ্রামের কালুরঘাটে অবস্থিত উসমানিয়া গাসশীট ফ্যাক্টরি লিমিটেড (ইউজিএসএফএল) প্রাঙ্গণে কন্টেইনার গ্লাস প্ল্যান্ট স্থাপন;
- ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ইন্সুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি (বিআইএসএফ) অন্যত্র স্থানান্তর।
- উপরোক্ত প্রকল্পসমূহ জিওবি অর্থায়নে অথবা দেশি/বিদেশি বিনিয়োগে যৌথ অংশীদারিত্বে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জিডিপিতে শিল্প খাতে অবদান বৃদ্ধি এবং পরিবেশ বান্ধব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে অবদান বৃদ্ধি পাবে।

১১. চ্যালেঞ্জসমূহ

- পর্যাপ্ত অর্থের যোগান;
- দক্ষ জনবল;
- পর্যাপ্ত গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- সঠিক সময় কারখানাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- কারখানার আপগ্রেডেশন সঠিক সময়ে নিশ্চিত করা।

১২. অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- সার কারখানাসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা;
- কারখানাসমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রায় পণ্য সামগ্রি উৎপাদন ও বিতরণ করা;
- সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কারখানাসমূহের লোকসান ২৫% হ্রাস করা;
- কর্মরত জনবলের পেশাগত দক্ষতা/সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- মেইন্টেন্যান্স প্লানিং ও বাস্তবায়ন;
- পর্যাপ্ত স্পেয়ার পার্টস ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন;
- ইউরিয়া সার সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত গোডাউন তৈরী করা।

বাংলাদেশ
চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন
(বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতির ২৭ (১৯৭২ সালের ২৭ নম্বর আদেশ) নম্বর আদেশক্রমে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিলস করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন নামক করপোরেশন দুটি একীভূত করে ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই হতে রাষ্ট্রপতির ২৫নং আদেশ বলে (সংশোধিত) বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation, BSFIC) বিএসএফআইসি গঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন ২০১৮ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ১ জন চেয়ারম্যান ও ৫ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড দ্বারা বিএসএফআইসি পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০-২০২১ সালে ১৫টি চিনিকল, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে করপোরেশন এর কর্মকাণ্ড অব্যাহত আছে। এছাড়াও কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর সাথে একটি ডিস্টিলারি প্লান্ট ও একটি জৈবসার কারখানা রয়েছে।

ভিশন

চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উপজাতভিত্তিক পণ্য উৎপাদন এবং লাভজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণ।

মিশন

মানসম্মত চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি, উপজাতভিত্তিক পণ্য ভোক্তাদের মাঝে সরবরাহ, কর্মসংস্থান ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং সংস্থার পরিচালন ব্যয় কমিয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- চিনি উৎপাদনের পরিমাণ এবং আহরণের হার বৃদ্ধি;
- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক উচ্চ ফলনশীল আখ চাষ ও তা চিনিকলে সরবরাহ;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কারখানার আধুনিকায়ন এবং
- উৎপাদিত পণ্য বিপণন, বাজার সম্প্রসারণ ও ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সুসংহতকরণ।

৩. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ (বরাদ্দের শতকরা হার)				অর্থ ছাড় (%)	মোট ব্যয় %	বাস্তবায়ন অগ্রগতি % (ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি)
	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন	মোট			
০৪ (চার)	৫৫.১৫ (১০০%)	--	--	৫৫.১৫	৪৬.৮০ (৮৪.৮৬%)	৪০.৩৪ (৭৩.১৪%)	১১৩.৩২ (৫৪.৯৮%)

৪. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ, ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য

(কোটি টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ	গৃহীত ঋণের পরিমাণ	গৃহীত ব্যাংক ঋণের পরিমাণ	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ
২	৩	৪	৫	
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন	০	*২০০.০০	০	০

* অর্থ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত পরিচালন ঋণ

৫. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে লোকসানি প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম	পেলাকসানের পরিমাণ ২০১৯-২০২০	লোকসানের পরিমাণ (প্রভিশনাল) ২০২০-২০২১
পঞ্চগড় সুগার মিলস লি.	(৪৭.২৩)	(৪৬.৩০)
ঠাকুরগাঁও "	(৬৮.৩৪)	(৭৬.২২)
গেতাবগঞ্জ "	(৪৮.০৮)	(৫৬.২৪)
শ্যামপুর "	(৬০.৬৯)	(৭১.৪৮)
রংপুর "	(৫২.৯৫)	(৪৪.৮৭)
জয়পুরহাট "	(৬০.১৪)	(৭৫.৭৬)
রাজশাহী "	(৮৯.১৩)	(৮১.৫৬)
নাটোর "	(৮০.৯০)	(৮৪.০১)
নর্থবেঙ্গল "	(৮৬.১৮)	(৮১.৭২)
পাবনা "	(৭৫.৪৮)	(৬২.০০)
কুষ্টিয়া "	(৬১.৯৪)	(৫৮.১৯)
মোবারকগঞ্জ "	(৮৬.৪৫)	(৬৮.৭০)
ফরিদপুর "	(৬৩.৮২)	(৬২.৬৫)
জিলবাংলা "	(৫৬.২১)	(৫৭.২৭)
রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং লি.	(৬.৪৭)	(৫.২৫)
মোট ১৫টি		

৫.১ লোকসানের কারণ

- চিনির উৎপাদন খরচের তুলনায় বিক্রয় মূল্য কম;
- বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত চিনির মূল্য কমে যাওয়া ;
- পুঞ্জিভুত ঋণ ও সুদের পরিমাণ অনেক বেশি;
- অধিক চিনিসমৃদ্ধ, পোকা ও রোগবালাই প্রতিরোধ সক্ষম আখের জাত উদ্ভাবন না হওয়ায়;
- কারখানাগুলো দীর্ঘদিনের পুরাতন ও জরাজীর্ণ হওয়ায় আর্থিক সংকটের কারণে আধুনিকায়ন করতে না পারা;
- বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত 'র' সুগার থেকে রিফাইন্ড সুগার উৎপাদন করে কম মূল্যে বাজারজাত করার ফলে বিএসএফআইসি'র উৎপাদিত গুণগতমানসম্পন্ন সুগার অবিক্রিত থেকে যায়;
- আখের মূল্য ও চিনির মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় ক্রমাগত লোকসানের কারণে ব্যাংক ঋণ নিয়ে পরিচালনা করায় ঋণের সুদ বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- দক্ষ জনবলের অভাব এবং
- চিনি আহরণের হার হ্রাস পাওয়া।

৫.২ উত্তরণের উপায়

- বিদ্যামান চিনিকলের আধুনিকায়ন, বহুমুখিকরণ ও নতুন আধুনিক চিনিকল স্থাপন;
- স্থগিতকৃত চিনিকলসহ অন্যান্য চলমান চিনিকলে স্থানীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতার উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপন, যেমন: অটো রাইস মিল, পোল্ট্রি ফিড, মিনারেল ওয়াটার, জুস ফ্যাক্টরি, রপ্তানিযোগ্য ড্রাই ভেজিটেবল, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত প্ল্যান্ট, বেকারি, কোল্ড স্টোরেজ, ভোজ্যতেল ইত্যাদি ;

- দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগে যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ বান্ধব নতুন আধুনিক চিনিকলসহ ডিস্টিলারি প্ল্যান্ট স্থাপন;
- "বিএমআর অব কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এবং '১৪ টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপন' শীর্ষক ২ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ঠাকুরগাঁও চিনিকল ও নর্থ বেঙ্গল চিনিকলকে আধুনিকায়ন ও উৎপাদন বহুমুখীকরণের মাধ্যমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর করণের লক্ষ্যে নতুন ২ টি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ;
- নতুন আধুনিক চিনিকল স্থাপনসহ উৎপাদন বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে Sutech Engineering Co. Ltd. (Thailand)-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পরিপ্রেক্ষিতে ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ACWA Power (Saudi Arabia)-এর সঙ্গে সোলার আইপিপি এর পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পরিপ্রেক্ষিতে ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- VSS management & consultancy, Netherland-এর সঙ্গে নতুন চিনিকল স্থাপনের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পরিপ্রেক্ষিতে ফিজিবিলিটি স্টাডি কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৫.৩ লাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ:

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ (২০২০-২০২১)
১	২
কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি.	২৭.৮০

২০২০-২০২১ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব সম্পন্ন হয়নি।

৬. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

৬.১ শিল্পপণ্য, ভোগ্যপণ্য, সার ইত্যাদি

(লক্ষ মে: টন)

অর্থবছর	উৎপাদিত পণ্যের নাম	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক উৎপাদন এবং লক্ষ্যমাত্রা বিপরীতে উৎপাদনের শতকরা হার		বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা	মোট বিক্রয়	মোট মজুদ	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
২০২০-২০২১	চিনি (লক্ষ মে.টন)	১.১৫	০.৪৮১	৪১.৮৬	১.০৪	০.৭৮	০.২৫	৩%
	চিটাগুড় (লক্ষ মে.টন)	০.৬২	০.৩৩	৫২.৯৪	০.৮২	০.৪৮	০.৩৫	০
	স্পিরিট (লক্ষ প্রুফ লিটার)	৫০.০০	৪২.৭০	৮৫.৪০	৬০.০০	৪৬.৯৬	৫.৪০	০
	ফরেন লিকার (লক্ষ কেস)	১.৫০	১.৫৮	১০৫.৫৬	১.৬০	১.৬১	০.০৫৬	০
	ভিনেগার (লক্ষ লিটার)	০.৩০	০.২৪২	৮০.৭৭	০.৩০	০.২৪	০.০৪১	০
	হ্যান্ড স্যানিটাইজার (লিটার)	০.৪৫	০.১৬	৩৭.৫৬	০.৪৫	০.২০	০.০২৫	০

৭. প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

স্পিরিট /অ্যালকোহল, জৈবসার, ডিনেচার্ড স্পিরিট, ভিনেগার, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন এবং চিনিসহ উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণন ও ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান আছে।

রমজান উপলক্ষে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কর্তৃক চিনি বিক্রয় কার্যক্রম

ক্র: নং	উৎপাদিত পণ্যের নাম	অর্থবছর: ২০২০-২০২১	
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	চিনি (মে. টন)	১১৫০০০	৪৮১৩৩.৯৫
২	চিটাগুড় (মে. টন)	৬২৪৩৪	৩৩০৫৪.৯৯
৩	প্রেসমাড (মে. টন)	৪৯২৯০	২৬২৭৪.০৯
৪	স্পিরিট (লক্ষ প্রুফ লিটার)	৫০.০০	৪২.৭০
৫	ফরেন লিকার	১৫০০০০	১৫৮৩৩৯
৬	ভিনেগার (লিটার)	৩০০০০	২৪২৩২.০৫
৭	হ্যান্ড স্যানিটাইজার (লিটার)	৪৫০০০	১৬৯০৪
৮	জৈবসার (মে. টন)	৩০০০	১৬৭০

৮. ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

- প্রাইসগ্যাপ, ট্রেডগ্যাপ ও ভর্তুকি বাবদ সরকারের নিকট পাওনা ৬৩৪২.৫০ কোটি (ছয় হাজার তিনশত বিয়ালিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অর্থ বিভাগ হতে ছাড়করণ;
- ভারতসহ অন্যান্য দেশের অনুসরণে আখক্রয়ে ২৫% ভর্তুকি প্রদানে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ মৌসুমে আখক্রয়ের জন্য ২৫% ভর্তুকি বাবদ মোট ২০০.১৬ কোটি টাকা অর্থ বিভাগ হতে ছাড়করণ;
- সরকার কর্তৃক সংস্থার গৃহীত ব্যাংক ঋণ এককালীন পরিশোধসহ বকেয়া ঋণের সুদ মওকুফকরণ;
- পণ্য বহুমুখীকরণসহ বিভিন্ন লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ;
- উচ্চ ফলনশীল ও অধিক চিনি সমৃদ্ধ পোকা ও রোগবালাই প্রতিরোধক্ষম আখের জাত আবাদের লক্ষ্যে "৭টি চিনিকলে আখের জাত প্রতিস্থাপন"শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি প্রণয়ন;
- গুড় উৎপাদন বন্ধের জন্য গণসংযোগ, লিফলেট বিতরণের ব্যাপারে মিল ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশনাসহ জেলা প্রশাসকগণের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ;
- জিওবি অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন ও নতুন প্রকল্প গ্রহণ;
- রংপুর সুগার মিলের জমির ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য গৃহীত পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা।

৯. চ্যালেঞ্জসমূহ

- লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মিলে আখ প্রাপ্তি;
- আখ মাড়াই মৌসুমে নিরবচ্ছিন্নভাবে মাড়াই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- সময়মত কৃষকের আখের মূল্য পরিশোধ;
- কাঙ্ক্ষিত রিকভারিতে (৮-১০%) চিনি উৎপাদন;
- অধিক চিনিসমৃদ্ধ আখের জাত উদ্ভাবন;
- ওভারহেড ব্যয় ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকরণ;
- জনবলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধ;
- ট্রেডগ্যাপ ও প্রাইস গ্যাপ (ভর্তুকি) অন্যান্য ভর্তুকি বাবদ পাওনা টাকা অর্থ বিভাগ থেকে প্রাপ্তি;
- চলতি মূলধনের যোগান ও ঋণ পরিশোধ;
- বিদ্যমান মিলের আধুনিকায়ন, বহুমুখীকরণ ও নতুন আধুনিক চিনিকল স্থাপন;
- দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগে যৌথ উদ্যোগে পরিবেশবান্ধব নতুন আধুনিক চিনিকল, ডিস্টিলারিসহ বহুমুখী কারখানা স্থাপন;
- মাড়াই স্থগিতকৃত ৬টি মিলের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১০. অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সাথে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- পুরাতন ও জরাজীর্ণ প্রতিটি সুগার মিলকে বিএমআর/বিএমআরই এর পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ অত্যাধুনিক সুগার মিলে রূপান্তরকরণ;
- সরকারি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিবেচনায় অন্যান্য স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বেতন ও ভাতাদি অনুন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিএসআরআই কর্তৃক দেশের আবহাওয়া উপযোগী উচ্চ ফলনশীল, অধিক চিনিসমৃদ্ধ আখের জাত উদ্ভাবন ;
- ট্রেড গ্যাপ ও ভর্তুকি বাবদ প্রাপ্য ৬৩৪২.৫০ কোটি টাকা শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ছাড় করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থার নিকট সর্বমোট দেনা ৮৮৩৭.৮৫ কোটি টাকা। চিনি শিল্পকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ জুট মিলস্ করপোরেশনের ন্যায় সমুদয় ব্যাংক ঋণ সরকার কর্তৃক এককালীন পরিশোধ/মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভারতসহ অন্যান্য দেশের অনুসরণে আখক্রয়ে ২৫% ভর্তুকি প্রদানে বরাত নং ৩৬.০০.০০০০.০৬৪.১৮.০২২.১৯-২২৭ তারিখঃ ১০/১০/২০১৯ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ মৌসুমে আখক্রয়ের জন্য ২৫% ভর্তুকি বাবদ ২০০.১৬ কোটি টাকা সরকারের নিকট পাওনা রয়েছে। এ টাকা ছাড়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জয়েন্ট ভেঞ্চার এর মাধ্যমে লাভজনক প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- সংস্থার প্রধান আয়ের উৎস চিনি ও মোলাসেস বিক্রয়। কিন্তু চিনির বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য চিনি বছরব্যাপী বিক্রয় করতে হয়। পক্ষান্তরে চিনিকলগুলোর মোট ব্যয়ের ৪০% থেকে ৫০% ব্যয় মাড়াই মৌসুমে ব্যয়িত হয়। এ সময় প্রচুর চলতি মুলধনের প্রয়োজন পরে। এ চলতি মুলধন বিনা সুদে প্রদান করা হলে ব্যাংক সুদ হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে;
- বাইপ্রোডাক্ট ব্যবহার করে লাভজনক দ্রব্যাদি উৎপাদন;
- বর্তমানে প্রচলিত আখের জাতসমূহ আগাম পরিপক্ক উচ্চফলনশীল ও অধিক চিনিসমৃদ্ধ আখের জাত দ্বারা প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান (জাতীয়করণ) অধ্যাদেশ ১৯৭২ (প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ২৭ অব ১৯৭২) অনুযায়ী বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন গঠন করা হয়। বর্তমানে আইনটি বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত। প্রারম্ভিক ভাবে বাংলাদেশ স্টীল মিলস্ করপোরেশন ও বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ৬২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিএসইসি কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে বিএসইসি নিজস্ব উদ্যোগে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে করপোরেশনের ব্যবস্থাপনায় ৯ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে।

রূপকল্প

বিএসইসিকে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইস্পাত ও প্রকৌশল পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থায় উন্নীতকরণ।

অভিলক্ষ্য

উৎপাদন ও বিপণনে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, টেকসই উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিএসইসিকে প্রতিযোগিতা সক্ষম ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

বিগত পাঁচ বছরে উৎপাদন কার্যক্রম (কোটি টাকায়)

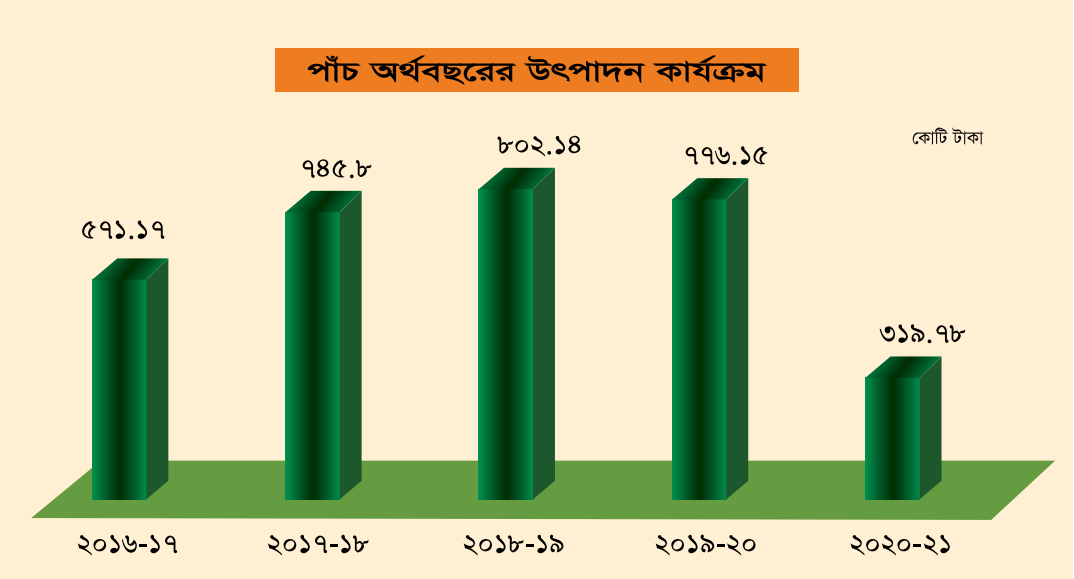

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক উৎপাদন, বিক্রয়, মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা এবং সক্ষমতা নির্ধারণ;
- পণ্যের সুরক্ষার জন্য আর্থিক এবং ট্যাক্স ব্যতিক্রমসমূহ অপসারণের জন্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা;
- করপোরেশন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে পণ্য অভিযোজন উন্নীতকরণ, প্রচার এবং পণ্যের উন্নয়ন-বিকাশসহ সামগ্রিক স্বনির্ভরতা অর্জনে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ;
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সকল পর্যায়ের কর্মচারিকে সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণীতকরণ;
- শিল্পের উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা সম্পন্ন জনশক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণসহ দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

- দেশে-বিদেশে পণ্যের বাজার অন্বেষণ, বিক্রয় এবং প্রচার সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা;
- দ্রুত শিল্প বিকাশের জন্য করপোরেশনের সর্বাধিক মুনাফা অর্জন এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থের যোগান;

৩. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ (বরাদ্দের শতকরা হার)				অর্থ ছাড় (%)	মোট ব্যয় (%) জিওবি	অর্থবছর প্রকল্প সাহায্য
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন	মোট			
১	২	৩	৪	৫	১	২	৩	৪
২০২০-২০২১	৬	৮৫২৫.০০	-	৩৩.০০	৮৫৫৮.০০	৬	৮৫২৫.০০	-

৪. আর্থিক বিবরণী (২০২০-২০২১ অর্থবছর)

(কোটি টাকায়)

সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	সর্বমোট স্থিতি
১	২	৩(১-২)
১৫.৯৮	১৫.৯৮	০

৫. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে লোকসানি প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ

প্রতিষ্ঠানের নাম	লোকসানের পরিমাণ
(১)	(২)
এটলাস বাংলাদেশ লিঃ	৯.৭৯
ইষ্টার্ন কেবলস লিঃ	১০.০৪
ইষ্টার্ন টিউবস লিঃ	১.৭৭
বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ	৩.২৭

৫.১ লোকসানের কারণসমূহ

- বাজারে নিম্নমানের পণ্যের সাথে মূল্য প্রতিযোগিতা;
- সিকেডি আমদানীতে অত্যধিক সম্পূরক শুল্ক ;
- যন্ত্রপাতি পুরাতন হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি;
- সনাতন পদ্ধতির বিপণন ব্যবস্থাপনা ;
- ওভারহেড খরচ বেশী (সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি);
- তারল্য সংকট ;
- গৃহীত ব্যাংক ঋণের সুদ পরিশোধ;
- পিপিআর অনুসরণ করার ফলে তাৎক্ষনিক কাঁচামাল ক্রয়ে সীমাবদ্ধতা ;
- পণ্যক্রয় এর ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সরকারি নির্দেশনা অনুসরণে অনিহা;
- দক্ষ জনবলের অভাব।

৫.২ উত্তরণের উপায়

- অধিকাংশ মিল কারখানা ৬০ এর দশকের। বর্তমান প্রযুক্তির উন্নতি ঘটেছে। এ প্রেক্ষিতে পুরাতন মেশিনারিজ পরিবর্তনপূর্বক আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন ও কলা কৌশল প্রয়োগে সরকারের অধিকতর বিনিয়োগ প্রয়োজন।
- ব্যবসা পরিচালনায় অন্যান্য বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো নিয়ম-নীতি বা সুযোগ/সুবিধা প্রদান
- কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে advance tax কর্তন প্রত্যাহার বা রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের স্বার্থে বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর আমদানি পর্যায়ের ট্যাক্স ৫% থেকে হ্রাস করে ২% এ ধার্য করা যেতে পারে। এতে প্রতিষ্ঠানসমূহের লোকসানের ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগতিায় টিকে থাকতে সক্ষম হবে।
- ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড ৮(আট) ইঞ্চি এপিআই পাইপ উৎপাদন করতে সক্ষম। অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সকল পাইপ আমদানি করে থাকে এবং আমদানিকৃত এ সকল পাইপের মান নিম্ন। এ ক্ষেত্রে আমদানিকারকদের উপর অধিক হারে আমদানি শুল্ক ধার্য করা হলে ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হবে।
- বর্তমানে বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল/কার্যকারী মূলধনের স্বল্পতা রয়েছে। তবে বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লি. ও ইস্টার্ন কেবলস লি. এর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল/কার্যকারী মূলধন স্বল্পতা বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করেছে। জরুরী ভিত্তিতে রাষ্টায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান দুটিকে রক্ষার নিমিত্ত বিনা সুদে অথবা স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সংস্থান করতে হবে।

৫.৩ লাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ
(১)	(২)
ন্যাশনাল টিউবস লিঃ	০.৫১
গাজী ওয়্যারস লিঃ	২.৫৪
জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ	৪.৭০
ঢাকা ষ্টীল ওয়ার্কস লিঃ	১.৮২
প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি:	৫.১০

৬. ডিসপোজেবল রেজর ব্লেড প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্ল্যান্ট আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ (বিবিএফএল)-এর পণ্য বহুমুখীকরণ ও আধুনিকায়নের নিমিত্ত ডিসপোজেবল রেজর ব্লেড প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্ল্যান্ট আধুনিকায়ন শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১টি ইলেকট্রিক ফার্নেস সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে টেস্টিং, কমিশনিং এর কাজ চলছে।

৬.১ এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেমব্লিং প্ল্যান্ট ইন ইটিএল শীর্ষক প্রকল্প

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন টিউবস লি. এ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব লাইটিং সামগ্রী তৈরীর লক্ষ্যে এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেমব্লিং প্ল্যান্ট ইন ইটিএল শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারী ২০১৬ হতে জুন ২০২০। নির্ধারিত সময়েই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৭. দপ্তর/সংস্থার উৎপাদিত প্রধান পণ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদিত পণ্য
ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেড পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	 ডমেষ্টিক কেবল, এল টি পাওয়ার কেবল, এইচ টি পাওয়ার কেবলস্, এসি/এসিএসআর (বেয়ার) ও এএসি/এসিএসআর (ইনসুলেটেড)।
ইস্টার্ন টিউবস লিমিটেড তেজগাঁও, ঢাকা	 ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট-৪' (৪০ ওয়াট) ও ২' (২০ ওয়াট) এবং বিভিন্ন ওয়াটের সিএফএল, এলইডি বাল্ব ও টিউব লাইট।
এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড টংগী শিল্প এলাকা	 জংশনে ব্রান্ড মোটর সাইকলে ও টিভিএস ব্যান্ড মোটর সাইকেল
গাজী ওয়্যারস লিমিটেড কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	 সুপার এনামেল কপার ওয়্যার ও হার্ডড্রন বেয়ার কপার ওয়্যার।

৮. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি.-এর কারখানায় গাড়ী উৎপাদনের নিমিত্ত সর্বাধুনিক গাড়ী সংযোজন লাইন স্থাপন;
- পণ্যবহুমুখীকরণে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি. কর্তৃক পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি তৈরীর কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা;
- ইষ্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড-এ XLPE Cable উৎপাদনে XLPE CCV Line (Volt. rating 0.22KV to 36 KV) স্থাপনে র্কাযক্রম গ্রহণ;
- এবিএল.-এর পণ্য বহুমুখীকরণে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী টেকসই সিলিং ফ্যান উৎপাদন প্রকল্পের বাস্তবায়ন;
- ঢাকা ষ্টীল ওয়ার্কস লি.-এর আধুনিকায়নে ডিপিপি প্রণয়ন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পটুয়াখালীর পায়রাবন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপন এবং বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন;
- এছাড়াও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব উপযোগী প্রযুক্তি-নির্ভর কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে ।

৯. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

শিল্প কারখানাসমূহের পুরাতন অবকাঠামো ও প্রযুক্তি পরিবর্তনপূর্বক আধুনিকায়ন, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবল সুষমকরণ এবং দক্ষ জনবল তৈরী, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও মানসম্মত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওভারহেড ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসা, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিম্নমানের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা, সরকারি ক্রয় ও বিক্রয়ে DPM নিশ্চিত করা, লোকসানী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণ, নির্ধারিত সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি সংস্থার উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ।

১০. অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশসমূহ

- শিল্প কারখানা আধুনিকীকরণ;
- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ;
- দক্ষ জনবল নিয়োগ
- নতুন প্রকল্প গ্রহণ;
- শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বয়ং সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উচগ সুবিধা অব্যাহত রাখা;
- রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাঁচামাল আমদানী ও পণ্য বিক্রয়ে বিশেষ শুল্ক সুবিধা প্রদান;
- ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের যোগান।

বাংলাদেশ
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

দেশে ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিসিক দেশের ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিসিক সরকারের উন্নয়নমুখী ও জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে বেসরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠছে এবং এতে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভিশন

শিল্প সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গঠনে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন।

মিশন

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম শিল্পের বিকাশ, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসন।

২. বিসিকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

- পরিবেশবান্ধব মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়ন এবং শিল্পপটের শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে উদ্যোক্তা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি;
- মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পপণ্য বিপণনে সহায়তা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ;
- স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ।

২.১ বিসিকের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি এবং
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৩. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ				অর্থ ছাড়	মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন	মোট			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০২০-২০২১	২০	৬৭৪০২.০০	৩৯০০.০০	২২৩৪.০০	৭৩৫৩৬.০০	৬৮৩৪০.৭৪	৬৩৪৭৯.৭০	৯৩%

৪. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
২০২০-২০২১	শিল্প নিবন্ধন (ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রবর্তন)	শিল্প নিবন্ধন সেবাটি ওএসএস এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে উদ্যোক্তার সুবিধার্থে ১২ টি ম্যানুয়াল প্রসেস কমিয়ে ২টি প্রসেসে আনা হয়েছে। সম্পূর্ন অনলাইন হওয়ায় পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত হতে আবেদন করতে পারবে এবং আবেদনটি সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট পৌঁছে যাবে। সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফি-সমূহ ক্যালকুলেট করবে এতে কমবেশি হওয়ার সুযোগ নেই। অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ সঠিক হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের মাধ্যমে শিল্প নিবন্ধন সনদে স্বাক্ষর করবেন। স্বাক্ষরিত সনদ উদ্যোক্তা সিস্টেম হতে ডাউনলোড করবেন।	♦ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কম লাগায় তুলনামূলক খরচ কম হবে। ♦ ম্যানুয়াল উপায়ে ৭-১০ দিন লাগলেও এখন ১ দিনের মাঝে সকল কাজ সম্পন্ন করে নিবন্ধন প্রদান করা যাবে। ♦ ম্যানুয়াল উপায়ে কয়েকবার সশরীরে আসার দরকার ছিলো। কিন্তু এখন উদ্যোক্তা ঘরে বসেই নিবন্ধন পেতে পারবেন

৫. প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- ওয়ান স্টপ সার্ভিসে বিসিককে অন্তর্ভুক্তকরণ হয়েছে ;
- শতরঞ্জি শিল্পকে জিআই পণ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ;
- বিসিক কর্তৃক ৯২৯৪ জনকে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ৮১৫০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ;
- ৬৬৮০ টি শিল্প ইউনিট নিবন্ধন করা হয়েছে ;
- ২৪ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান এবং ৪৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান ;
- অনলাইন মেলা আয়োজন/অংশগ্রহণ ;
- ১৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ এবং ৪৬২০.২১ মেট্রিক টন মধু উৎপাদন ;
- ৬৭১১৭ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তাকরণ ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিসিকের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী ৩০ মে, ২০২১ পর্যন্ত ৯৩,৯১৩ জনকে ১৪,৭৪১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ;
- বিসিকের অনুকূলে সরকার প্রদত্ত ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ইতোমধ্যে ১০০% ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ;
- কর্মসংস্থান ব্যাংক ও বিসিকের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ কর্মসূচির আওতায় মে ২০২১ পর্যন্ত বিসিকের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩৭৫ জন উদ্যোক্তাদের মাঝে মোট ৫.৫২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে ;
- বিসিকের নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচির আওতায় ১৫.৪৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ;
- উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ঐক্য ফাউন্ডেশন এবং বিসিকের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে উদ্যোক্তারা ঐক্য ফাউন্ডেশনের অনলাইন মার্কেটিং প্লাটফর্ম www.oikko.com.bd এর মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারবেন।

৬. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- শিল্পনগরীর অবরাদ্দকৃত পট ১০০% বরাদ্দকরণ ;
- রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট চালুকরণে কার্যক্রম গ্রহণ ;
- মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে কার্যক্রম জোরদারকরণ ;
- ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প ইউনিটসমূহে শতভাগ ইটিপি স্থাপন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ ;
- Leather Working Group (LWG) সার্টিফিকেটের যোগ্যতা অর্জনে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

৭. চ্যালেঞ্জ সমূহ

- শিল্পনগরীর খালি ও অব্যবহৃত প্লটসমূহের ১০০% বরাদ্দ দান;
- রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটসমূহ চালুকরণ;
- মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;
- পরিবেশবান্ধব নতুন শিল্পনগরী/শিল্পপার্ক স্থাপন ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প ইউনিটসমূহে শতভাগ ইটিপি স্থাপন;
- Leather Working Group (LWG) সার্টিফিকেটের যোগ্যতা অর্জন।

৮. অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় হতে যথাসময়ে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;
- যথাসময়ে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে আরএডিপি'র বাজেট বরাদ্দ দেয়া হলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ভৌত অগ্রগতি অর্জন ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে ;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় এবং শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক যথাসময় ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ
স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন
(বিএসটিআই)

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৫৬ সালে ঢাকায় Central Testing Laboratory (CTL) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩ সালে Pakistan Standard Institution (PSI) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন (BDSI) এ রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫'-এর মাধ্যমে "বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন "কৃষিপণ্য বিপণন ও শ্রেণী বিন্যাস পরিদপ্তরটি" বিএসটিআই'র সঙ্গে একীভূত হয়। উক্ত অধ্যাদেশটি 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন-২০১৮'-তে পরিণত করা হয়েছে। বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধিনে বিএসটিআই একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

ভিশন

মান প্রণয়ন ও মানসম্মত পণ্য নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপান্তর।

মিশন

পণ্য ও সেবার মান প্রণয়ন, গুণগতমান ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণ সেবাসমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ এবং ভোক্তা স্বার্থ রক্ষাক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা করা।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় মান (বিডিএস) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রুপান্তর করা। পাশাপাশি সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিএসটিআই'র সেবা কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক মানদন্ডে উন্নীতকরণ এবং দেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান করা।

৩. ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ				অর্থ ছাড়	মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন	মোট			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০২০-২০২১	১টি	৮.০০	-	১২.৪৮	২০.৪৮	১৮.৩২	১৮.৩১	৮৯.৪৫%

৪. আর্থিক বিবরণী (২০২০-২০২১ অর্থবছর)

(কোটি টাকায়)

সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	সর্বমোট স্থিতি
১	২	৩ (১-২)
১১৬.১৪	৯১.৯০	২৪.২৪

৫. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উদ্ভাবন সংক্রান্ত তথ্য

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
২০২০-২০২১	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) দেশের একমাত্র মান নিয়ন্ত্রণকারী জাতীয় সংস্থা। বিএসটিআই সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় জারীকৃত এসআরও জারীর মাধ্যমে ২২৭টি পণ্যের গুণগতমান বাংলাদেশ মানের সমপর্যায়ে রেখে উৎপাদন, বিক্রয়/বিতরণ পর্যায়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ভোক্তা সাধারণ যেন গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য ক্রয় করতে পারেন এবং ভোক্তাদের মাঝে পণ্যের মানের বিষয়ে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হলে বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে বা বিএসটিআই'র সেবা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে মতামত/অভিযোগ থাকলে তা বিএসটিআইতে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে জরুরীভিত্তিতে বিএসটিআই-তে শর্টকোড/হটলাইন নম্বর চালুকরণ।	বিএসটিআই'র আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) হতে বিএসটিআইর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৫ (পাঁচ) ডিজিটের একটি হটলাইন নম্বর ১৬১১৯ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে বিটিআরসির লাইসেন্সধারী IPTSP অপারেটর Metro Net Bangladesh Limited-এর মাধ্যমে হটলাইন নম্বরটি কার্যকর করা হয়। বর্তমানে বিএসটিআই'র ২ জন কর্মকর্তা অফিস চলাকালীন সময়ে সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত হটলাইনের মাধ্যমে গ্রাহকগণকে তথ্য সেবা প্রদান করে থাকে।	গ্রাহকগণ বিএসটিআই-তে স্ব শরীরে না এসে স্বল্পতম সময়ে বিএসটিআই'র হটলাইন নম্বর ১৬১১৯-এ কল করে বিএসটিআই'র বাধ্যতামূলক তালিকাভূক্ত পণ্য ও বিএসটিআই প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে যে কোন অভিযোগ/মতামত জানতে পারেন। এক্ষেত্রে গ্রাহকগণের Time, Cost, Visit (TCV) অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৬. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- বিএসটিআই'র ফি গ্রহণের জন্য সোনালী ব্যাংক লিঃ এর সাথে বুথ স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে এবং শীঘ্রই বুথ স্থাপন করা হবে;
- বিএসটিআই'র সার্টিফিকেট/সনদ নকল প্রতিরোধকল্পে অনলাইনভিত্তিক QR Code সম্বলিত সার্টিফিকেট প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য NoA দেওয়া হয়েছে। এতে গ্রাহকগণ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে বিএসটিআই'র লাইসেন্স/সার্টিফিকেট এর সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন;
- মাঠ পর্যায়ে বিএসটিআই'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ১০টি জেলায় বিএসটিআই'র আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান ৩টি জেলা কার্যালয়কে আঞ্চলিক কার্যালয়ে রূপান্তর করা হবে;
- বিএসটিআই'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ৪১টি জেলায় বিএসটিআই'র জেলা কার্যালয় স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- বিএসটিআই থেকে "হালাল সার্টিফিকেশন" কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে;
- বনানীস্থ বিদ্যমান বিএসটিআই আবাসিক কোয়ার্টারের জায়গায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য গ্রেডভিত্তিক ফ্ল্যাটের জন্য ৪টি বহুতল ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- বিএসটিআই পদার্থ ও রসায়ন পরীক্ষণ ল্যাবরেটরির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রসায়ন উইংয়ের ৩৮টি ল্যাব ও পদার্থ পরীক্ষণ উইংয়ের ৩০টি ল্যাবসহ মোট ৬৮টি ল্যাব নির্মিত হবে;
- ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাব সম্প্রসারণ এবং বিএসটিআইতে প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টির জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মেট্রোলজির ২১টি ল্যাব স্থাপিত হবে। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে ০৬টি আঞ্চলিক ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে;
- বিএসটিআই'র ৪টি বিভাগীয়/জেলা কার্যালয় যথা: ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও কক্সবাজার কার্যালয়কে ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও ল্যাব সুবিধা সৃষ্টি;
- প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও সভাকক্ষ সম্প্রসারণ;
- বিএসটিআই'র রাজস্ব ফি গ্রহণ ও জমা, অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, গ্রাহকদেরকে এসএমএস সার্ভিস প্রদান এবং বিএসটিআই'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য সফটওয়্যার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন।

৭. চ্যালেঞ্জসমূহ

- জনবলের স্বল্পতা;
- সারাদেশে কার্যক্রম জোরদার করার জন্য জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন;
- বিএসটিআই'র আওতাভুক্ত পণ্য পরীক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ল্যাব সুবিধা সম্প্রসারণ প্রয়োজন;
- বিএসটিআই'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির (প্রশিক্ষণ) জন্য স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই;
- বিএসটিআই'র প্রদত্ত লাইসেন্স/নিবন্ধন সনদ/ছাড়পত্র নকল প্রতিরোধ ডিজিটালাইজ পদ্ধতি প্রবর্তন প্রয়োজন;
- পেট্রোল পাম্পের ফুয়েল ডিস্পেনসিং ইউনিটের ভেরিফিকেশন সঠিকতা রক্ষা করা।

৮. অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- শূন্য পদে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জনবলের স্বল্পতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং সারাদেশে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন করা। ইতোমধ্যে বিএসটিআই'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৩৫তম কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন করে জনবল বৃদ্ধির সংস্থান রাখা হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিএসটিআই'র কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৮ ক্যাটাগরির মোট ৪৯৯ (চারশত নিরানব্বই) টি পদ সৃজন করার প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরও পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে;
- বিএসটিআই'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির (প্রশিক্ষণ) জন্য স্থায়ী অবকাঠামো সৃষ্টি করা;
- বিএসটিআই'র অনলাইন ভিত্তিক সেবা চালু ও বিএসটিআই মান চিহ্নের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- পেট্রোল পাম্পের ফুয়েল ডিস্পেনসিং ইউনিটের ভেরিফিকেশন সঠিকতা রক্ষা করা।

বাংলাদেশ
শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র
(বিটাক)

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

২৬-৫-১৯৬২ তারিখের Resolution No. C & P-9 (11)/62 দ্বারা শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র (আইআরডিসি) এবং শিল্প উৎপাদনশীলতা সেবা (আইপিএস) একীভূত করে শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন Pakistan Industrial Technical Assistance Center (PITAC) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭২ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত এবং গবেষণা ও উন্নয়ন দ্বারা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও হস্তান্তরই হলো এর প্রধান কাজ। প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯৬২ হতে ২০১৯ পর্যন্ত বিটাক বাই-লজ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ২০১৯ সালের ১৯ নং আইন এর অধীন বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)/ Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)-কে মহান জাতীয় সংসদে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। আইন এর ৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিল্প সচিবের নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা বিটাক পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক।

ভিশন

শিল্পখাতকে কারিগরি সহায়তা প্রদানের উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে রুপান্তর।

মিশন

শিল্পখাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর এবং নিরবচ্ছিন্ন শিল্পোৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প কারখানার জন্য দক্ষ জনবল তৈরি এবং সব ধরণের শিল্পে নিয়োজিত অথবা শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতার মানোন্নয়ন;
- গবেষণার দ্বারা উন্নতমানের পণ্য অথবা প্রযুক্তি উদ্ভাবনপূর্বক হস্তান্তর;
- যন্ত্র অথবা যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামতপূর্বক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনায়ণ;
- সেমিনার, দলবদ্ধ আলোচনা, প্রকাশনা, প্রদর্শনী, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও অনুরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের প্রসার ঘটানো;
- কারিগরি ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি সংস্থার সাথে শিক্ষণ, গবেষণা, প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক কাজে কারিগরি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন।

৩. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
২০২০-২০২১	ফেসরিকগনিশন এটেনডেন্স	বিটাকের সকল শাখা	কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্পর্শহীন উপস্থিতি প্রদানের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ সহজিকরণ ।

৪. প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের নাম	প্রভাব	
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ দূতাবাস বুখারেস্ট, রোমানিয়া, বাংলাদেশ দূতাবাস কুয়েত, বাংলাদেশ দূতাবাস চেন্নাই, ইন্ডিয়া এর জন্য পারকুশন মেশিন ও এম্বোস সীল তৈরী।	দেশীয় প্রযুক্তি ও জনবলের সহায়তায় উৎপাদন করায় অর্থ ও সময় উভয়েই সাশ্রয় হয়েছে। দক্ষ জনবল সৃজন হয়েছে।	
পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড	কপার আইসোলেটর, ফিঙ্গার, ডিএস আর্ম বেস বক্স তৈরী ও ফেব্রিকেশন, ডিটিএস ক্ল্যাম্প, এল সেপ কপার মেড কানেক্টিং বার তৈরী, টি শেপ টুইন পেট, আই ক্ল্যাম্প, বুশ ক্ল্যাম্প, টি ক্ল্যাম্প, টারমিনাল ক্ল্যাম্প, আর্থ লিড ক্ল্যাম্প তৈরী।	দেশীয় প্রযুক্তিতে স্বল্প সময়ে কাজটি সম্পন্ন করায় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ দেয়া সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে।	
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	কপার এলুমিনিয়ামের কম্প্রেশন টাইপ টি ক্ল্যাম্প, স্ট্রেইট ডেড এন্ড ক্ল্যাম্প, ইনক্লাইড ডেড এন্ড ক্ল্যাম্প তৈরী।	দেশীয় প্রযুক্তিতে স্বল্প সময়ে কাজটি সম্পন্ন করায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ দেয়া সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে।	
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন-নেছা মুজিব পদক ও রেপিকার ডাই তৈরী।	দেশীয় প্রযুক্তি ও জনবলের সহায়তায় উৎপাদন করায় অর্থ ও সময় উভয়েই সাশ্রয় হয়েছে। দক্ষ জনবল সৃজন হয়েছে।	

৫. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- সেপা ফেজ-২- শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর মেয়াদে ৭৫৬০ জন পুরুষ ও ৭৪৪০ জন নারীসহ সর্বমোট ১৫০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি, প্রশিক্ষিত জনবলের (৪০%) মোট ৬০০০ জনের কর্মের সংস্থান করা;
- আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির মেশিনারি সংগ্রহ করে প্রকৌশলী ও কারিগরগণকে আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করা। এসডিজি ও রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে আগামী ৫ (পাঁচ) বছরে ৬৬,৬৩০ জন বেকার যুবক ও যুব নারীকে প্রশিক্ষিত করা হবে;
- বিটাক- কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সেইপ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১২৪ কোটি টাকা (১৫ মিলিয়ন ডলার) ব্যয়ে 'ট্রেনিং কমপ্লেক্স' ভবনসহ বিটাকের সকল কেন্দ্রের জন্য মেশিন টুল ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আধুনিক কারিগরি দক্ষ জনবল তৈরির নিমিত্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে (মীরসরাই, চট্টগ্রাম ও ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চল) বিটাকের একটি অত্যাধুনিক কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত বিটাক কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫ মেয়াদে মোট ৫০০০০.০০ লক্ষ টাকার ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে।

৬. চ্যালেঞ্জসমূহ

- ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তনশীল উন্নত প্রযুক্তির চাহিদা পূরণের নিমিত্তে পুরাতন অবকাঠামো ও প্রযুক্তি পরিবর্তনপূর্বক আধুনিকায়ন;
- দেশের বেকার যুব সমাজকে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বাজার চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবলে রুপান্তরকরণ;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদানুযায়ী যথাযথ প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন, দক্ষতার মানোন্নয়ন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে রোবটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংকস ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা সম্পন্ন প্রশিক্ষক তৈরি এবং এসব বিষয়ে কর্মক্ষম জনবল তৈরি করা ও দেশব্যাপী বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সময়মত প্রকল্প অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং প্রকল্পের অনুকূলে গৃহিত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি টেকসইকরণ।

৭. অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- সংস্থার নিজস্ব জনবলের দেশে বিদেশে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
- সংস্থার নিজস্ব জনবলের দেশে বিদেশে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
- সংস্থার নিজস্ব জনবলের প্রণোদনা প্রদান;
- আধুনিক প্রযুক্তির সংগ্রহ ও বাস্তবায়ন;
- ভৌত ও তথ্যপ্রযুক্তিগত অবকাঠামোর উন্নয়ন।

বাংলাদেশ
ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
(বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে এ ধারণা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতে ব্যয় হচ্ছে একটি সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ। মানব সম্পদের যথার্থ উন্নয়ন, বিকাশ এবং শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তার সফল ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এর নীতি নির্ধারণ, কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৫ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারম্যান। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরো ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে ৪ আগস্ট, ১৯৯৭ বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র (বিএমডিসি) নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) রাখা হয়। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিআইএম দেশের প্রধান বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানে দেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহে নিয়োজিত সর্বস্তরের ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

ভিশন

ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষে বাংলাদেশ।

মিশন

ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ সেবার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সরকারি, বেসরকারি ও এনজিওর বাণিজ্যিক, শিল্প ও সেবা সংস্থায় কর্মরতদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক তৈরি।
- প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ সেবার মাধ্যমে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।
- ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, অর্থনীতি, ব্যবসা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের নতুন, আধুনিক জ্ঞান এবং তথ্য প্রচারের জন্য প্রকাশনা পরিচালনা।
- জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য দেশ এবং বিদেশেরে সমধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করা।

৩. আর্থিক বিবরণী (২০২০-২০২১ অর্থবছর)

(কোটি টাকায়)

সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	সর্বমোট স্থিতি
১	২	৩ (১-২)
১৭.৭০	১৩.১১	অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

৪. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
বিআইএম	পিজিডি কোর্সের মূল সনদের আবেদন অনলাইনে সম্পাদন	দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেটের আবেদন ও ফী জমাদান অনলাইনে প্রদান।	বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যথাসম্ভব জনসমাগম এড়িয়ে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা আছে। অনলাইনে চালুকৃত সেবার ফলে আবেদন করার জন্য আবেদনকারীকে, ব্যাংকে বা বিআইএম-এ আসার প্রয়োজন নাই।

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

৫. ২০২০-২০২১ সনের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের কর্মকান্ডের বিবরণঃ

- ডবিআইএম-এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশিক্ষণপঞ্জিভুক্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্র.নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের ধরণ	২০২০-২০২১			
		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	নিয়মিত/ বিশেষ কোর্স	৭৮	৯৬০	৬৯	১,৫৮২

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত নিয়মিত ও বিশেষ প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প ও সামাজিক খাত ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার ও সু-শাসন, সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা, সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার সার্ভিসেস বিষয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন প্রতিকূলায় নিয়মিত (অর্থাৎ, বার্ষিক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত) প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব না হলে মাসিক পরিকল্পণার ভিত্তিতে বিশেষ কোর্স আয়োজন করে তার ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে, বাড়তি চাহিদাপূরণের স্বার্থে অথবা পরীক্ষমূলকভাবেও কিছু বিশেষ কোর্স সম্পাদন করা হয়েছে।

৬. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- প্রস্তাবিত বিআইএম আইনের আলোকে সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন;
- শূণ্য পদে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;
- 'বিআইএম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প'-এর আওতায় ১২ তলা প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকা ক্যাম্পাসকে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তর;
- আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ;
- অনলাইন পাটফর্মে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
- চট্টগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্পাসের আধুনিকায়ন ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
- ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা;
- জাতীয় টেকনলোজি ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন;
- দেশে-বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অনুষদ সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
- সকল বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএম কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

৭. চ্যালেঞ্জ সমূহ

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনে যুগোপযোগি সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন, শুন্যপদ পূরণ, মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, শাখা ক্যাম্পাসের আধুনিকায়ন, এবং অনুষদ সদস্যদের সক্ষমতা অর্জনে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি।

৮. অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- প্রস্তাবিত বিআইএম আইন-এর আলোকে খসড়া প্রবিধানমালা ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করা;
- শূণ্য পদে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- আঞ্চলিক/ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মেন্টরশীপ/ কন্সালটেন্সি গ্রহণ করা;
- দেশে-বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অনুষদ সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর/নবায়ন;
- বিআইএম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ১২ তলা ভবন নির্মাণ সম্পন্ন,
- আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ;
- কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি;
- বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএ-এর শাখা স্থাপনের নিমিত্ত প্রকল্প প্রণয়ন এবং সকল বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএম এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক একটি বিশেষায়িত সংস্থা। এ অধিদপ্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মেধাসম্পদ সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। ডিপিডিটি মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্রমবর্ধমান ধারাকে ত্বরান্বিত করে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণে বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে একক দায়িত্ব পালনকারি জাতিসংঘের মেধাসম্পদ বিষয়ক সংস্থা World Intellectual Property Organization (WIPO) এর সহযোগীতায় কাজ করছে। সুষ্ঠু, শক্তিশালী ও কার্যকর মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে উন্নত দেশ হিসেবে আর্বিভূত হতে মেধাসম্পদ এর গুরুত্ব অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ডিপিডিটি মেধাসম্পদ বিষয়ে সচেতন ও দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়ন, সর্বোপরি মেধাসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পূর্বতন ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি এবং পেটেন্ট অফিস দুটিকে একীভূত করে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার বিগত ২০/০২/১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখে এক আদেশ বলে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর গঠন করতঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্ত করে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিগত ১৩/১০/২০০২ খ্রিঃ তারিখে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের জন্য ১১২ (একশত বার) জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন দেয়া হয়। পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এর ধারা-৫৫ ও ট্রেডমার্ক আইন, ১৯৪০ এর ধারা-৪ সংশোধন করে ২০/০৩/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরটির যাত্রা শুরু হয়।

ভিশন

মেধাসম্পদ সুরক্ষায় বিশ্বমানের সেবা।

মিশন

মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টিশীলুায় (Innovation) গতি আনয়নসহ কার্যকর ও যুগোপযোগী সেবা নিশ্চিতকরণ।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

০১. মেধাসম্পদ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নিবন্ধনপূর্ব কার্য নিস্পত্তি;

০২. মেধাসম্পদ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন/ নিবন্ধন পরবর্তি ব্যবস্থাপনা;

০৩. মেধাসম্পদ বিষয়ে দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দক্ষ মানব সম্পদের উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি।

খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ-

০১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;

০২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;

০৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

০৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;

০৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিু তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;

০৬. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন।

৩. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
২০২০-২০২১	০১. ঞগ ১১ - নিবন্ধন বহিভূক্ত করিবার এবং নিবন্ধন সনদ জারি করিবার জন্য আবেদন। ০২. ঞগ ১২ - ট্রেডমার্ক নিবন্ধন নবায়নের আবেদন।	সমগ্র দেশের জন্য ই-পেমেন্ট বাস্তবায়নসহ অনলাইনে আবেদন দাখিলের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।	ট্রেডমার্ক সনদ প্রদান ও নবায়নে গতিশীলতা এসেছে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস নথিসমূহ যথাক্রমে ৭০%, ৮০% এবং ৮৯% পরীক্ষা সম্পন্নকরণ;
- ০৪ (চার) টি পেটেন্ট গেজেট এবং ০৪ (চার) টি ট্রেডমার্কস জার্নাল প্রকাশ;
- মেধাসম্পদ বিষয়ক সভা/সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি;
- পূর্ণাঙ্গ Automation এর লক্ষ্যে প্রণীত প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহন।

৫. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- মেধাসম্পদ সুরক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিদপ্তরের সকল সেবাসমূহ e-Service-এ রূপান্তর।
- অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম Full Automation এর লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- বিশ্বমানের সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ ও নিয়োগবিধির সংশোধন।
- দক্ষ জনবল তৈরির জন্য দেশে ও বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মেধাসম্পদ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন এবং আইপি একাডেমি প্রতিষ্ঠা।

৬. চ্যালেঞ্জ সমূহ

- বিশ্বমানের সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে মেধাসম্পদ বিষয়ক সেবার মান যুগোপযোগীকরণ;
- আন্তর্জাতিক মানের Intellectual Property (IP) অফিসে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রদত্ত সেবাসমূহ e-Service এ রূপান্তর;
- অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম Fully Automated করা;
- অনিষ্পন্ন আবেদনসমূহ নিষ্পত্তিকরণ।

৭. অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যক্রম সম্পাদনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আর্থিক প্রণোদনাসহ পুরস্কার প্রদান করা;
- নির্দিষ্ট সময়ে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদোন্নতি প্রদান নিশ্চিত করা;
- সকল কর্মচারীকে পর্যায়ক্রমে সকল ইউনিটে দায়িত্ব প্রদান করা;
- পরিবর্তিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য জনবল কাঠামো সংশোধন করা;
- সংশোধিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা।

ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলস ভাবে নানা মুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নের মহা সড়কে সামিল হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের এ যুগে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প কারখানা/সেবা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরীর পাশাপাশি মুনাফা বৃদ্ধিসহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বর্তমান সরকারের গৃহিত জনকল্যাণমূখী বিভিন্ন কর্মসূচি দক্ষতার সহিত বাস্তবায়ন করছে। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি দপ্তর। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জাতীয় শ্রম উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ও পরিনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিএমএলপি)" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির নাম "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" রাখা হয়। এরপর ২০-০৯-৮৯ তারিখে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক আদেশের মাধ্যমে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" কে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)" নামকরণ করে এটিকে একটি দপ্তর হিসেবে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে শিল্প মান্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীনে ন্যাস্ত করা হয়। এরপর শিল্প মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং শিম/প্রশি/৩/ নপ্রঅ/প্রশাসন ১/৮৯/৬৯ তারিখ ২৩-৩-৮৯ মোতাবেক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)" দপ্তরটিকে সরকারের নিয়মিত রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়।

ভিশন

উৎপাদনশীলতায় সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধন।

মিশন

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, গবেষণা, কারিগরি সহায়তা ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতায় সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধন।

১. বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ দক্ষ জনবল তৈরির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- শিল্প উন্নয়নে স্বীকৃতি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ে গবেষণা জোরদারকরণ;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক নীতি নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান।

২. আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ

- কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
- দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৩. কার্যাবলি (Functions)

- জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরজন্য নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা।
- শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার গতিধারা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পরামর্শ সেবা ও কনসালটেন্সির মাধ্যমে প্রভাবক বা ক্যাটালিষ্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন।
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং বিশেষণসহ প্রতিবেদন প্রস্তুতসহ শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করার লক্ষ্যে তথ্য ভান্ডার গঠন;

- জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ বছর ব্যাপী Bangladesh National Productivity Master Plan FY ২০২১-২০৩০ বাস্তবায়ন করা এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাষ্টার পান ২০২১-২০৩০ বাস্তবায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন ;
- টোকিওস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বাংলাদেশে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এবং এপিও এর সদস্যদেশসমূহের (২১) সঙ্গে উৎপাদনশীলতা কর্মকান্ড বিসয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা। বাংলাদেশে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমন্বয়;
- উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ কলাকৌশল উদ্ভাবন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- প্রতিবছর ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এবং ইন্সটিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান;
- প্রতিবছর ০২ অক্টোবর রাজধানীসহ দেশের সকল বিভাগ জেলা, উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন এবং এ উপলক্ষে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন;
- শিল্পের বিভিন্ন সেক্টরভিত্তিক প্রোডাকটিভিটি লেভেল নির্ধারণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, স্ট্যাডি, মিটিং, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনা।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২০

প্রতি বছরের ন্যায় ০২ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সারা দেশব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২০ পালন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এই দিবসটি উদযাপন করা হয়। এ বছর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা' (Productivity in building Golden Bengal the dream of the father of the nation)' দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দিবসটি কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন উপলক্ষে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করেছে।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের আলোচনা সভায় উপস্থিত জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী , শিল্প মন্ত্রণালয় এবং সচিব জনাব কে এম আলী আজম সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

"উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব" শীর্ষক সেমিনার

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয় অবহিতকরণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে "উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব" শীর্ষক একটি সেমিনার ২৪ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে নরসিংদীতে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব আব্দুল মতিন ভূঞা, চেয়ারম্যান, নরসিংদী জেলা পরিষদ ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব) এর সভাপতি জনাব জনাব মির্জা নূরুল গণি শোভন, সিআইপি। শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রক্ষা করার জন্য নিজ হাতে কুটির শিল্প গড়ে তুলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে

গড়া এ শিল্পকে রক্ষা করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি আরও বলেন, সমগ্র পৃথিবীতেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চলছে।

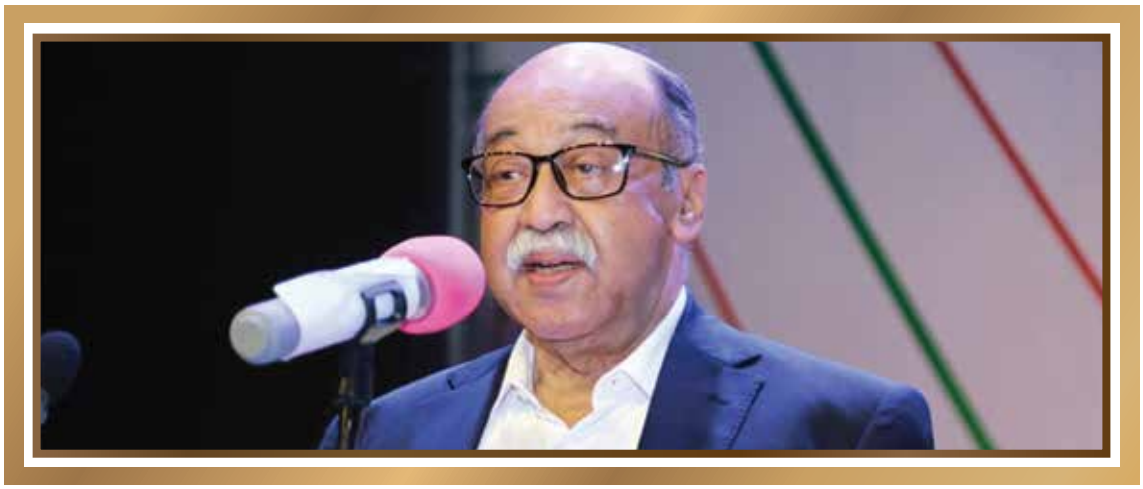

উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট, ২০২০ এ এনপিও'র কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট, ২০২০ সকালে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর মূর্যামলে ফুল দিয়ে এনপিও'র পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৯ প্রদান

শিল্প খাতে বিশেষ অবদানের জন্য ৭ম বারের মত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯ এবং ২য় বারের মু ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৯ প্রদান করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর এনপিও। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ডচ-২০১৯ গত **১৫ ফেব্রয়ারি, ২০২১** তারিখে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও এ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যে উৎকর্ষতা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ০৬টি ক্যাটাগরিতে **৩১** টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড এবং ২টি প্রতিষ্ঠানকে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন এওয়ার্ড প্রদান করা হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব জনাব কে এম আলী আজম মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি।

এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর চেয়ারপারসন নির্বাচিত

এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ৬৩ তম গভর্নিং বডির সভায় প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ২১টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থা এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর চেয়ারপারসন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শিল্পসচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা।

63rd Session of APO Governing Body অনুষ্ঠানের ভার্চুয়াল অধিবেশন

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এনপিও'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি/বেসরকারি শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল, কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন, শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা সম্প্রসারণ, কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনা, কারখানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনশীলতা ও সবুজ উৎপাদনশীলতা" শীর্ষক শিরোনামে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। দেশের বিভিন্ন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে ২০২০-২১ অর্থবছরের ৫৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করার মাধ্যমে ১৯৮৭ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সেক্টর	রসায়ন ও ট্যানারী	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	প্রকৌশল	গ্যাস পানি,ও বিদ্যুৎ	ক্ষুদ্র ও কুটির	চিনি ও খাদ্য	বস্ত্র ও আইটি	কৃষি	পাট	পরিবহন, যোগাযোগ ও পর্যটন
প্রশিক্ষণের সংখ্যা	৮	২	৮	৩	৮	৭	৮	৬	৪	৫
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৩১৭	৬০	২৩৪	৭২	৩৩৬	২২৬	১৯৬	২০২	১৫১	১৯৩

সেক্টরভিত্তিক ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের চিত্র

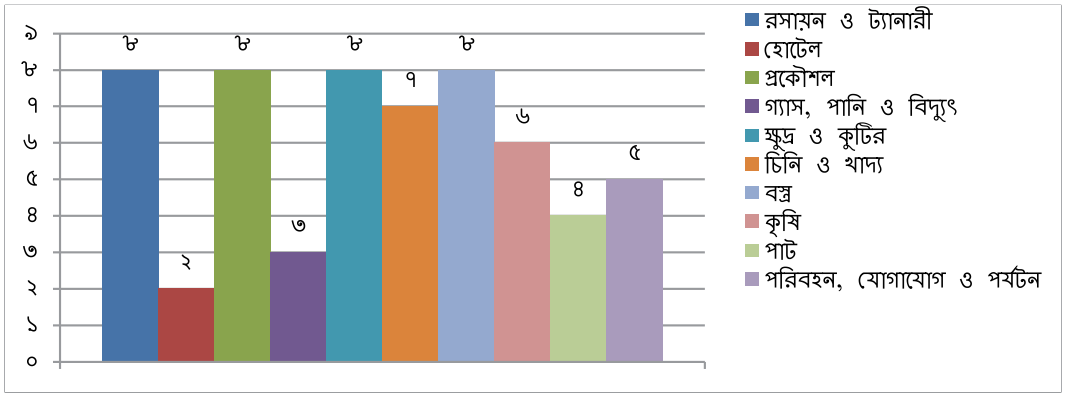

সেক্টরভিত্তিক ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের চিত্র

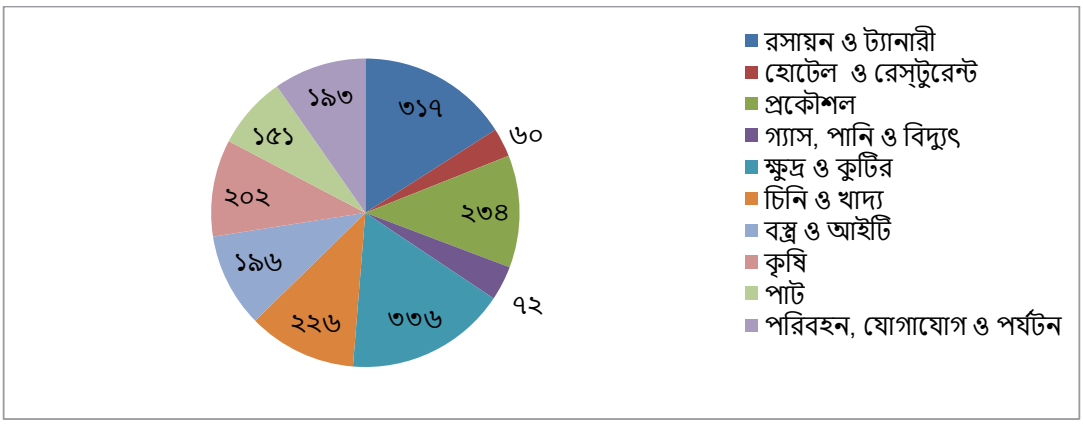

এনপিও কর্তৃক ২০১১-১২ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংক্ষিপ্তাদিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ

শিল্প ও সেবা সেক্টরের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন পরিচালিতপ্রশিক্ষণ কর্মসূচির ২০১১-১২ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের তথ্য বিশেষণে দেখা যায়যে, বিগত বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা উর্ধ্বমুখী ছিলো। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থ বছরে উর্ধ্বমুখীর হার সামান্য কমে যায়।

কর্মকান্ড	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	২৩	১৭	২৬	৩৫	৩৭	৫৩	৫৭	৬১	৪৯	৫৮
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৭৪৯ জন	৫৭২ জন	৮৩৫ জন	১২৬৯ জন	১৫৭৭ জন	১৭৬২ জন	১৮৪১ জন	১৮২৫ জন	১৬৯৪ জন	১৯৮৭ জন

২০১১-১২ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ কোর্সের চিত্র

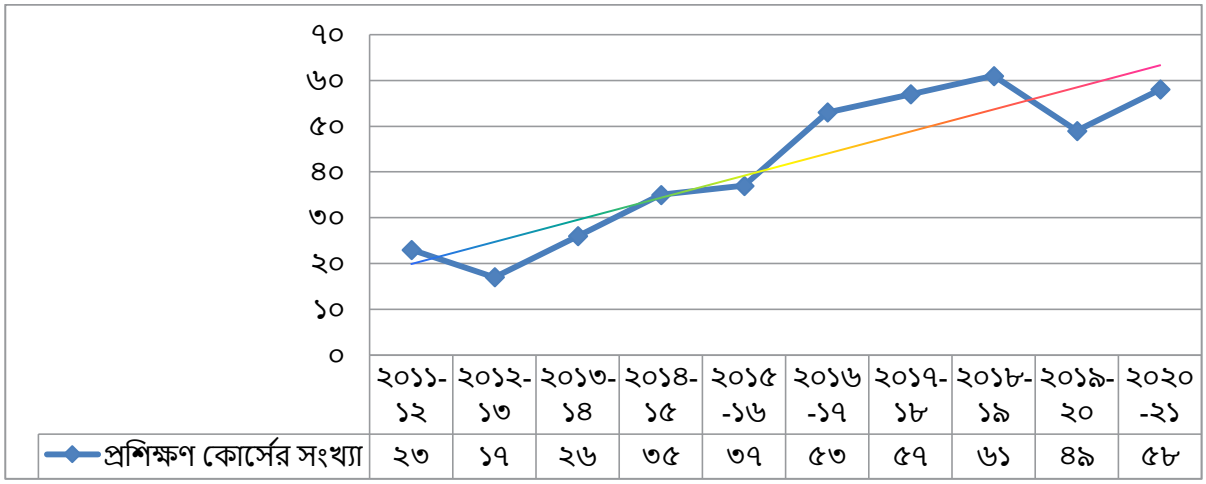

২০১১-১২ হতে ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা চিত্র

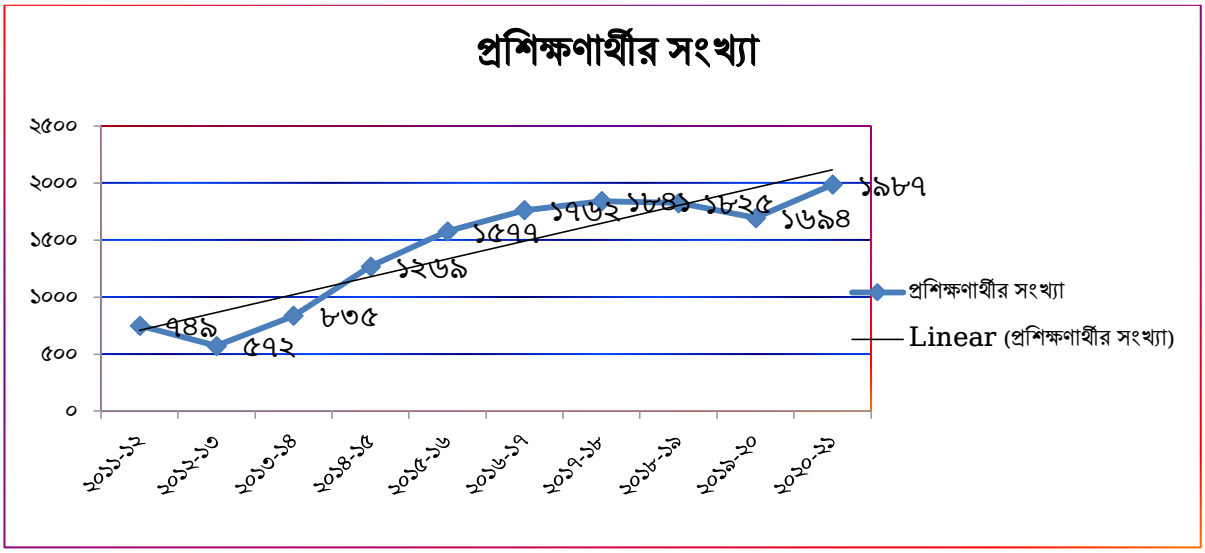

জেম জুট লিঃ, পঞ্চগড় এ সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পাটকলের উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং ঢাকা উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিডবিউসিসিআই) এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি (বিসিআই) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং ঢাকা উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিডবিউসিসিআই) এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি (বিসিআই) এর মধ্যে গত ১৯ আগস্ট, ২০২০ তারিখে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

শিল্প সচিব জনাব কে এম আলী আজম এর উপস্থিতিতে এনপিও'র পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার এবং ডিডবিউসিসিআই এর সভাপতি মিজ নাজ ফারহানা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

শিল্প সচিব জনাব কে এম আলী আজম এর উপস্থিতিতে এনপিও'র পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার এবং বিসিআই এর সহসভাপতি মিজ প্রীতি চক্রবর্তী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক বিনিময় করেন।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব) এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব) এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর গত ০৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয় অবহিতকরণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনপিও ও নাসিব এর মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

২৭ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে এনপিও'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ে দিন ব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

অফিসিয়াল নথি নিস্পত্তিতে ই-নথির ব্যবহার

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সকল অফিসিয়াল নথি নিস্পত্তিতে ই-নথি ব্যবহৃত হচ্ছে। আগষ্ট ২০২০ এ সরকারি ১৮৯টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে ই-নথি কার্যক্রমে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

৪. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য

উদ্ভাবনের ক্ষেত্র	উদ্ভাবনী ধারণা	উদ্ভাবনী ধারণার প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
সরকারি কর্মপদ্ধতিতে	ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম	এনপিও উৎপাদনশীলতা কর্তৃক উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। কিন্তু করোনাকালীন সময়ে সরাসরি প্রশক্ষিণ পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই এনপিওতে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সেট-আপ করে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সচল রাখা	করোনাকালীন সময়েও প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান রাখা যাবে।
সেবা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে	স্টোরের ব্যবস্থাপনা সহজীকরনের জন্য Inventory Management szstem প্রস্তুত করা	এনপিও'র সেন্টারের মালামাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা সহজীকরণ করা	স্টোর ব্যবস্থাপনা সহজ হবে।
পণ্যের ক্ষেত্রে	-	-	-

৫. প্রতিবেদননাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- দেশের বিভিন্ন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে ২০২০-২১ অর্থবছরের ৫৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করার মাধ্যমে ১৯৮৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ৬টি কর্মশালা বাস্তবায়িত হয় যেখানে ১৮০ জন অংশগ্রহণ করেছেন।
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ০৪টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে;
- উৎপাদনশীলতার হ্রাস-বৃদ্ধি প্রতিবেদন ০৯ টি প্রস্তুত করার মাধ্যমে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে লোকসান হতে উত্তোরণের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান হয়েছে;
- উৎপাদনশীলতা ধারনাটি সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক পোষ্টার পুস্তিকা বিতরণ;
- ৩টি টি প্রতিষ্ঠানে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (এপিও এর সহায়তায়) প্রদান করা হয়েছে;
- ৭টি প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে On The job Training বা কাইজেন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- "Effectiveness of Productivity Improvement Training Program of NPO" Ges Bangladesh's Leather Sector: Conditions, Challenges And Countermeasures শীর্ষক দুটি গবেষণার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যে উৎকর্ষতা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ০৬টি ক্যাটাগরিতে ৩১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড এবং ২টি প্রতিষ্ঠানকে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে;
- প্রতি বছরের ন্যায় ০২ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে সারা দেশব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২০ পালন করা হয়েছে
- জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ বছর ব্যাপী Bangladesh National Productivity Master Plan ঋণ ২০২১-২০৩০ প্রনয়ণ করা হয়েছে।বর্তমানে এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্য Action Plan তৈরির কার্যক্রম চলমান হয়েছে।

৬. চ্যালেঞ্জসমূহ

- ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্লান ২০২১-২০৩০ বাস্তবায়ন;
- সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদানুযায়ী মানসম্মত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ সেবা প্রদান;
- সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এনপিও প্রদত্ত সুপারিশ/পরামর্শ বাস্তবায়ন;
- উৎপাদনশীলতা পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের অপ্রাপ্যতা।

৭. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- এনপিও দপ্তরকে অধিদপ্তর এ উন্নীতকরণ;
- এনপিও অধিদপ্তরের বিভাগীয় শহরে আঞ্চলিক অফিস নির্মাণ;
- অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপখাতে উৎপাদনশীলতার লেভেল পরিমাপ করা;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সেবা সম্প্রসারণ করা;
- ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্লান ২০২১-২০৩০ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- Institutional Appreciation Award সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক নীতিমালা/আইন প্রণয়ন;
- ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর নিজস্ব তথ্য ভান্ডার গঠন।

৮. কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শুণ্য পদসমূহের নিয়োগ সম্পন্ন করা;
- জনবল কাঠামো সংশোধন করা;
- সংশোধিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী যুগোপযোগী আইণ প্রণয়ন করা;
- এনপিও'র নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সেবাধর্মী একটি কারিগরি দপ্তর। "বয়লার" শিল্প কারখানার জন্য একটি আবশ্যকীয় যন্ত্র। সাধারণত সকল কারখানায় বয়লার ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সার কারখানা, চিনি কল, টেক্সটাইল মিল, পেপার মিল, ফিড মিল, রাইস মিল, ঔষধ শিল্প ও পোষাক শিল্প উল্লেখযোগ্য। কোন বয়লার দুর্ঘটনা কবলিত হলে বা বিস্ফোরিত হলে বয়লার সম্পৃক্ত পরিচারক ও জনগণের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বয়লার আইন, ১৯২৩ এর আওতায় বিভিন্ন সময়ে নিম্ন বর্ণিত বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে :

(১) বয়লার রেগুলেশন ১৯৫১

(২) বয়লার এটেনডেন্ট রুলস ১৯৫৩

(৩) বয়লার রুলস ১৯৬১

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় নিম্নেবর্ণিত প্রধান কার্যাবলী সম্পাদন করেঃ

- বয়লার এর ড্রইং, ডিজাইন পরীক্ষণপূর্বক আমদানির ছাড়পত্র (NOC) প্রদান;
- বয়লার এর ড্রইং, ডিজাইন পরীক্ষণ এবং বয়লার পরিদর্শন ও পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক রেজিষ্ট্রেশন প্রদান;
- বার্ষিক ভিত্তিতে বয়লার পরিদর্শনপূর্বক বয়লার ব্যবহারের প্রত্যয়নপত্র নবায়ন;
- স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত বয়লার এর ড্রইং, ডিজাইন পরীক্ষণ এবং নির্মাণের সময় বিভিন্ন ধাপে পরিদর্শনপূর্বক নির্মাণ সনদ প্রদান;
- বয়লার পরিচালনার কাজে নিয়োজিত শিক্ষানবিশদের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক কৃতকার্য প্রার্থীদের বয়লার পরিচারক যোগ্যতা সনদ প্রদান।

ভিশন

সারাদেশে নিরাপদ বয়লার।

মিশন

দেশে মানসম্মত বয়লার তৈরি ও নিরাপদ চালনা নিশ্চিতকরণ।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সেবা গ্রহীতাদের যথাযথ সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- মানসম্মত, বৈধ বয়লার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- বয়লার যথাযথ পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;
- স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত বয়লার এর মান নিয়ন্ত্রণ

৩. ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- বয়লার নিবন্ধন করা হয়েছে ৫৯৫ টি;
- বয়লার সনদ নবায়ন করা হয়েছে ৭২৪০ টি;
- স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত বয়লার পরিদর্শনপূর্বক সনদ প্রদান করা হয়েছে ১৯১ টি;
- বয়লার পরিচারক যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে ৩৭১ জন;
- রাজস্ব আদায় করা হয়েছে মোট ৫.৪৬ কোটি টাকা;
- বয়লার ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সাথে ০৪ টি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বয়লার পরিদর্শনের চিত্র

৪. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- বয়লার আইন, বিধি ও বয়লার কোড আধুনিক ও যুগোপযোগী করা;
- প্রধান বয়লার পরিদর্শক, উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক এর পদ আপগ্রেডকরণ ও কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- কার্যালয়ের কার্যক্রমকে সম্পূর্ণরূপে অটোমেশনের আওতায় আনা।

৫. চ্যালেঞ্জ সমূহ

- আইন ও বিধিমালা পুরাতন;
- এ কার্যালয়ের অধিকাংশ জনবল নবনিয়োগকৃত;
- বয়লার নির্মাণকালীন পরিদর্শন ও বয়লার ব্যবহারকালীন পরিদর্শনের জন্য পর্যাপ্ত পরিবহন (গাড়ী) নাই।

৬. অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- বয়লার আইন, বিধি ও বয়লার কোড আধুনিক ও যুগোপযোগী করা;
- "প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগবিধি, ২০২১" প্রণয়ন করা;
- প্রধান বয়লার পরিদর্শক, উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক এর পদ উন্নীতকরণ ও কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি (সহকারী প্রধান বয়লার পরিদর্শক এর পদ সৃজন) করা;
- বয়লার পরিদর্শনের জন্য পর্যাপ্ত পরিবহন (গাড়ী) এর ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ অনুসারে বিএবি'র প্রতিষ্ঠা। দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন সাযুজ্য নিরূপনকারী প্রতিষ্ঠান যেমন: টেস্টিং, ক্যালিব্রেশন ও মেডিকেল ল্যাবরেটরি, সনদ প্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা ইত্যাদি কে আন্তর্জাতিক মান এবং গাইডলাইন অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান বিএবি'র প্রধান কাজ।

ভিশন

এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য এ্যাক্রেডিটেশন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

মিশন

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বজায় রাখা ।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আন্তর্জাতিক মান অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন;
- দেশে মান বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি;
- আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যপদ অর্জন ও বজায় রাখা;
- ভোক্তা ও অংশিজনদের মাঝে এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।

৩. আর্থিক বিবরণী (২০২০-২০২১ অর্থবছর)

সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	সর্বমোট স্থিতি
১	২	৩ (১-২)
আয় ৪.৩৯,৫৯,৫৯০	ব্যয় ৩.১০,১৮,৫১৯	১.২৯,৪১,০৭১

৪. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
২০২০-২১	এ্যাক্রেডিটেশনের আবেদনের জন্য করনীয় বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান	অনলাইন	আবেদনকারীরা আবেদনের পূর্বে বিভিন্ন স্কিম ও স্কোপের এ্যাক্রেডিটেশনের জন্য করনীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারনা পাবে।

৫. প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

27th Assessor Training Course, 7-11 March 2021

- দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অ্যাসেসর, কারিগরি ও মান ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন কোর্সে ১১৬ জনকে আন্তর্জাতিক মানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৯ জুন বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

৬. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বাজার ভিত্তিক চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন নতুন এ্যাক্রেডিটেশন স্কীম যেমন-HALAL Accreditation Scheme Ges Good Agricultural Practice (GAP) Accreditation Scheme চালু করা।
- International Accreditation Forum (IAF), International Halal Accreditation Forum (IHAF) Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) এর সদস্যপদ লাভ এবং Mutual Recognition Arrangement (MRA)/ Multilateral Recognition Arrangement (MLA) স্বাক্ষর করা।
- রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বাজার ভিত্তিক চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন এ্যাক্রেডিটেশন স্কীম যেমন-Halal Accreditation Scheme চালু করে The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) I International Halal Accreditation Forum (IHAF) এর সদস্যপদ লাভ এবং সনদ প্রদানকারী সংস্থার এ্যাক্রেডিটেশন ক্ষেত্রে International Accreditation Forum (IAF) এর সদস্যপদ লাভ সহ Multilateral Recognition Arrangement (MLA) স্বাক্ষর এবং সমজাতীয় বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা।

৭. চ্যালেঞ্জ সমূহ

- এ্যাক্রেডিটেশনকে দেশের অভ্যন্তরে পরিচিতকরণ
- দেশে বিদ্যমান মেডিকেল পরীক্ষাগারসহ খাদ্য, কৃষি, তৈরি পোশাক, ফার্মাসিউটিক্যালস ইত্যাদি সেক্টরের পরীক্ষাগারসমূহকে এ্যাক্রেডিটেশনের আওতায় আনা,
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লাভ ও গজঅ অর্জনসহ বিএবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৮. অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান ও শূন্যপদে নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন
- বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ২৮ ধারার বিধান অনুসারে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স নং-৩০/০৬, তারিখঃ ১২-১১-২০০৬ এবং যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক ২৬-১১-২০০৬ তারিখে প্রদত্ত নিবন্ধিকরণ নম্বরঃ সি-৬৭২(১২)/০৬ এর মাধ্যমে সরকার "এসএমই ফাউন্ডেশন"(Small and Medium Enterprise Foundation) প্রতিষ্ঠা করে।

ভিশন

বাংলাদেশের এসএমই খাতকে শক্তিশালীকরণ।

মিশন

দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়ন, সুলভ অর্থায়ন, বাজার সুবিধা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনগু সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এসএমই খাতকে শক্তিশালীকরণ।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র হ্রাসকরণ, অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, নারীর কর্মসংস্থান, বৃহৎ শিল্পের জন্য Forward I Backword Linkage ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের কোন বিকল্প নেই। আর তাই এই শিল্পের অধিক হারে সৃজন ও বিকাশের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা তৈরি ও বিদ্যমান উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান অপরিহার্য। এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই উদ্যোক্তা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, নারী উদ্যোক্তা তৈরী ও তাদেরকে অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্তকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

৩. আর্থিক বিবরণী (২০২০-২০২১ অর্থবছর)

(কোটি টাকায়)

সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	সর্বমোট স্থিতি
১	২	৩ (১-২)
৩৭৮৬ লক্ষ টাকা	২১৯৯.৫২ লক্ষ টাকা	১৫৮৬.৪৮ লক্ষ টাকা

৪. ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
২০২০-২০২১	এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা' অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (smemelabd.com) এ আয়োজন।	অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (smemelabd.com) এর প্রয়োগ	ফিজিক্যাল মেলা আয়োজনের পরিবর্তে অনলাইনে মেলা আয়োজন এবং মেলায় অংশগ্রহণকারি উদ্যোক্তাগণ স্বশরীরে মেলায় অংশগ্রহণের পরিবর্তে অনলাইনে অংশগ্রহণ করছে। এই ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে TCV হ্রাস পেয়েছে। Time: মেলায় যাতায়াত করতে হচ্ছে না বিধায় সময় হ্রাস পেয়েছে। Cost: যাতায়াত ও থাকার খরচসহ বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক খরচ নেই। Visit: মেলায় অংশগ্রহণে কোথাও যেতে হচ্ছে না।

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
	অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (zoom application) ব্যবহারের মাধ্যমে 'এসএমই অ্যাডভাইসারি সার্ভিস সেন্টার' এর সেবা প্রদান।	অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (zoom application) এর প্রয়োগ	উদ্যোক্তা ও উদ্যোক্তা হতে আগ্রহীগণ এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে আগমন না করে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (zoom application) এর মাধ্যমে 'এসএমই অ্যাডভাইসারি সার্ভিস সেন্টার' এর সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারছেন। এই সেবার মাধ্যমে TCV হ্রাস পেয়েছে। ঞ্জরসব: সেবাটি গ্রহনের জন্য নিজ জায়গা হতে ফাউন্ডেশন আসতে হচ্ছে না বিধায় সময় হ্রাস পেয়েছে।
২০২০-২০২১	এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কর্মশালা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (zoom application) ব্যবহারের মাধ্যমে আয়োজন।	অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (zoom application) এর প্রয়োগ	অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (zoom application) এর মাধ্যমে অধিকাংশ কর্মসূচী আয়োজন করায় অংশগ্রহণকারীগন কোথাও না গিয়ে সরাসরি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এ আয়োজিত কর্মশালাসমূহে অংশগ্রহণ করতে পারছেন। এই সেবার মাধ্যমে TCV হ্রাস পেয়েছে। ঞ্জরসব: কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য কোথাও যাতায়াত করতে হচ্ছে না বিধায় সময় হ্রাস পেয়েছে। Cost: যাতায়াত করতে হচ্ছে না বিধায় খরচ হ্রাস পেয়েছে। Visit: স্বশরীরে ভিজিট নেই।

৫. প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- আঞ্চলিক পর্যায়ে ৩৮টি জেলায় এসএমই পণ্য মেলার আয়োজন করা হয়েছে;
- অনলাইন প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ০১টি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে;
- উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ৩,৭১০ জন উদ্যোক্তাকে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় ৫টি ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- মোট ৪০০ এসএমই উদ্যোক্তাকে ক্ষুদ্র এসএমই ঋন প্রদান করা হয়েছে;
- জাতীয় বাজেট এর জন্য ৬৩টি বাজেট প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে;
- ০৪টি (চার) এসএমই নিউজলেটার প্রকাশ করা হয়েছে।

৫.১ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'মুজিববর্ষে নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনার

১৪ মার্চ ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে 'মুজিববর্ষে নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং শিল্পসচিব কে এম আলী আজম।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আয়োজিত সেমিনার

৫.২ এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য নিবন্ধন ফি ছাড়াই অনলাইনে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২১ আয়োজন

এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতি বছর 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা' আয়োজন করে। দেশের সকল বিভাগীয় শহর, জেলা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসএমই প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এই মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। চলমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় জনসমাগম এড়াতে এবং সরকারের নির্দেশনার আলোকে এসএমই ফাউন্ডেশন সরকারের a2i, ekShop এর কারিগরি সহায়তায় ৩ মে-৩১ জুলাই ২০২১ ভার্চুয়াল প্যাটফর্মে ৩৮টি জেলার উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২১' (www.smemelabd.com) আয়োজন করেছে।

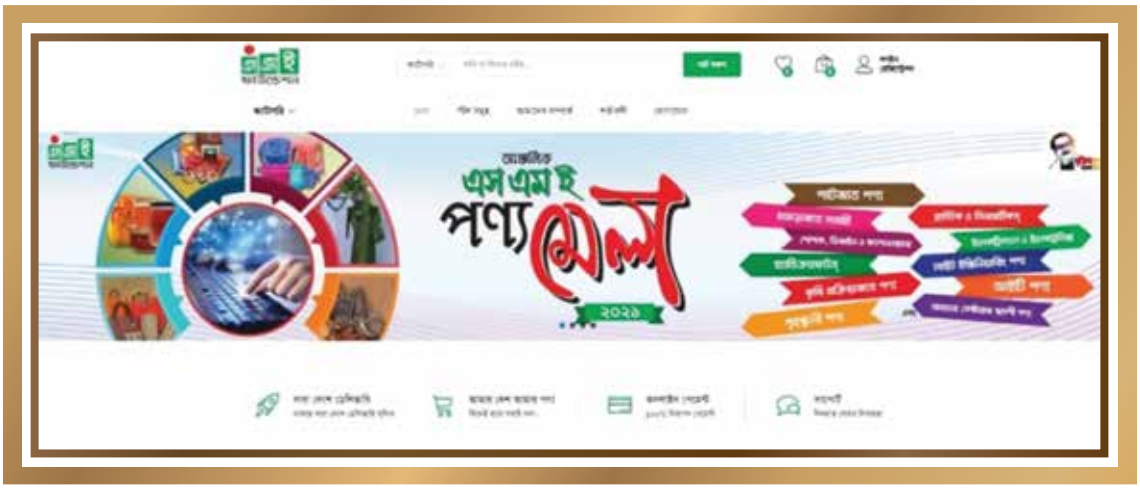

৫.৪ 'Preparatory workshop for Participation in the International Fairs and Export Readiness' কর্মশালা আয়োজন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ ও পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রস্তুতির লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ০৪-০৬ এপ্রিল এবং ১৮-২১ এপ্রিল ২০২১ তিন দিন ব্যাপী ২টি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় ৩৩জন এসএমই উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

৫.৫ নারী-উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং কর্মশালা

করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে ৫ বিভাগে নারী-উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং/জেন্ডার সংবেদনশীলতা কর্মশালা আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের উদ্যোক্তাদের নিয়ে অনলাইনে আলাদা ৫টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় উদ্যোক্তা এবং উদ্যোক্তা প্রতিনিধিরা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের ভোগান্তির কথা তুলে ধরেন। অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্মকর্তাগণ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও ডকুমেন্টেশন বিষয়ে নারী-উদ্যোক্তারদের অবহিত করেন।

৫.৬ এসএমই খাতের উন্নয়নে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের ৬৩টি প্রস্তাব

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ ও এসএমই নীতিমালা ২০১৯ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এসএমই খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে বিবেচনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর কাছে এসএমই বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ২৩ মার্চ ২০২১ অনলাইনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর সাথে প্রাক-বাজেট সভায় ট্যাক্স, ভ্যাট, শুল্ক ও আর্থিক প্রণোদনা বিষয়ে ৬৩টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। এতে কাস্টমস বিষয়ে ৩১টি, মূসক বিষয়ে ১১টি এবং আয়কর বিষয়ে ২১টি প্রস্তাব রয়েছে।

৫.৭ এমএসএমই দিবস ২০২১ উদযাপন

আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে প্রথমবারের মতো এসএমই ফাউন্ডেশন এবং UNIDO'র যৌথ উদ্যোগে ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতকে আরো এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে জাতিসংঘ ২৭ জুনকে 'এমএসএমই দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। সেই হিসাবে এ বছর সারা বিশ্বে পঞ্চমবারের মত দিবসটি পালিত হচ্ছে। এসএমই ফাউন্ডেশন প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে 'এমএসএমই দিবস' উদযাপনের উদ্যোগ নেয়। এ উপলক্ষে জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা এবং নানা আয়োজনের মাধ্যমে এমএসএমই দিবস উদযাপন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ২৭ জুন ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেন, শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার ছিলেন UNIDO'র Regional Representative for South Asia Mr. Van Berkel Rene।

৫.৮ ফাউন্ডেশন পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি:

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র হ্রাসকরণ, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, নারীর কর্মসংস্থান, বৃহৎ শিল্পের জন্য Forward I Backward Linkage ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের কোন বিকল্প নেই। এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই উদ্যোক্তা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, নারী উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদেরকে অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্তকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভূমিকা রেখে চলেছে।

৬. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- জাতীয় পর্যায়ে রাজধানী ঢাকাতে বৃহৎ পরিসরে ০১টি জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ও ০৭টি বিভাগীয় শহরে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা মেলা আয়োজন;
- প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন সহজীকরণের লক্ষ্যে মোট ২৫০ জন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে ঋণ ম্যাচমেকিং প্রোগ্রাম/ফাইন্যান্সিং মেলা আয়োজন;
- মোট ৪৫০ জন এসএমই উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদান;
- বিভিন্ন এসএমই ক্লাস্টারে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় ২০টি ক্লাস্টারে এসএমই ঋণ বিতরণ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রায় ৩,৫৫০ জন উদ্যোক্তাকে সুবিধা প্রদান।

৭. চ্যালেঞ্জ সমূহ

- সুদের হার কমে যাওয়ায় অপ্রতুল Endowment Fund এর অর্জিত আয়ের দ্বারা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
- করোনা মহামারির অবস্থা।

৮. অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হতে অধিক Endowment Fund প্রাপ্তি;
- জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় Facility প্রদান।

ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)

ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)

১) বিসিকের সমাপ্ত ০৪টি দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প যথাঃ (০১) মহিলা শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি (১৯৮১-২০০৪), (০২) আয়বর্ধক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (১৯৯৭-২০০৪), (০৩) গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি তেজীকরণ প্রকল্প (১৯৯৯-২০০৪) ও (০৪) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্প (১৯৯৩-২০০৪) সমূহ সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন "SMALL MICRO AND COTTAGE INDUSTRIES FOUNDATION" (SMCIF) নামে একটি ফাউন্ডেশন গঠন করে। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি সফলতার সাথে ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি তেজীকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফাউন্ডেশনের ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাধারণ পর্ষদ ও ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ রয়েছে। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় পদাধিকারবলে পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় এর জেলা কার্যালয় রয়েছে। ফাউন্ডেশনের জন্য ৪৩৮ জনের একটি জনবল কাঠামো রয়েছে এবং বর্তমান জনবলের পরিমাণ ২৩৭ জন। মালেক ম্যানসন (৯ম তলা), ১২৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ তে এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

০২) ৩১শে মার্চ ২০১৪খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ফাউন্ডেশন গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্স নং ২৪/২০১৩, তারিখঃ ০৬.১০.২০১৩ খ্রিঃ এবং যৌথ মূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিবন্ধন নং টিও-৮৫২/১৩ তারিখঃ ২৭-১০-২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ) এর নিবন্ধন করা হয়। ২৮ আগষ্ট ২০১৪ তারিখে এই ফাউন্ডেশন গঠনের প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এটি Companies Act, 1994 (Act XV111 of 1994) আইনের ২৮ ধারা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

০৩) ফাউন্ডেশনটি, "আয় থেকে ব্যয়" এর ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। বিসিকের সমাপ্তকৃত ০৪টি দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের মোট ৭৭.০০ কোটি টাকা এবং সরকার কর্তৃক ২০১৭ সালে প্রদত্ত সীড ক্যাপিটাল ৫০.০০ কোটি টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ১২৭.০০ কোটি টাকার তহবিল নিয়ে ফাউন্ডেশন পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির আয়ের প্রধান উৎস হলো ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তারদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ।

২০২০-২০২১ অর্থবছর ফাউন্ডেশনের ঋণ বিতরণ/আদায় ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	শিল্প ইউনিটের সংখ্যা (২০২০-২০২১)	ঋণ বিতরণ (২০২০-২০২১)	আদায়ের হার (২০২০-২০২১)	কর্মসংস্থান সৃষ্টি ২০২০-২০২১ অর্থবছর		
				পুরুষ	মহিলা	মোট
০১.	১৩০০৫ টি	১৩৯৪২.৯৫	৮৭.৩১% (ক্রমপুঞ্জিত)	২১২২৯ জন	১১৫৬৬ জন	৩২৭৯৫ জন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের আয়ের পরিমাণ ৫৪.০২ কোটি টাকা ও ব্যয়ের পরিমাণ ৩৭.৪০ কোটি টাকা

নীটলাভ/উদ্বৃত্ত=১৬.৬২ কোটি টাকা (মার্চ-২০২১ পর্যন্ত)।

উপসংহারঃ

যে কোন দেশ বা জাতির সমৃদ্ধি অর্জনে শিল্পখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বাস্তবতা বিবেচনায় দেশে টেকসই ও গুনগতমানের শিল্পায়নের ধারা বেগবান করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যুগোপযোগী শিল্পনীতি ও বিধিমালা প্রণয়ন, শিল্পদ্যোক্তা সৃষ্টি, পণ্যের পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস নিবন্ধন কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সার, চিনি ও লবণ উৎপাদন, আয়োডিনযুক্ত লবণ ও ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেলের ব্যবহার নিশ্চিতকরণে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৫.১৫ শতাংশের বেশি এবং তা ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় যথাযথ ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যতে শিল্প খাত সংশ্লিষ্ট আরো গুরুত্বপূর্ণ আইন, নীতি, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন, শিল্প খাতে নারীসহ অধিক সংখ্যক দক্ষ জনবল সৃষ্টি, নির্দিষ্ট সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিল্প মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর।

পরিশেষে আশা করা যায় শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহ কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গৃহিত কার্যক্রমসমূহ সরকারের অর্জিত সাফল্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.moind.gov.bd